জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শান্তির নোবেল

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন ভেনেজুয়েলার প্রধান বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো। ভেনেজুয়েলার 'লৌহমানবী' বলেই অধিক পরিচিত তিনি

আজও বৃষ্টি চলবে

শনিবারও বৃষ্টি হবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি-সহ দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায়। উপকূলেও জারি রয়েছে সতর্কতা। রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলায় হালকা-মাঝারি বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার থেকে বর্ষা বিদায়

মাঝ-আকাশে আতঙ্ক, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি

বাংলা-সিকিম সংযোগ পথে ধস, বন্ধ হল জাতীয় সড়ক

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩৫ • ১১ অক্টোবর, ২০২৫ • ২৪ আশ্বিন ১৪৩২ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 135 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 11 OCTOBER, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

মুখ্যমন্ত্রীর নজরদারিতে দ্রুত ক্ষতি মেরামত শুরু

হিউম পাইপে হচ্ছে দুধিয়া সেতু • বাড়ি তৈরি করছে রাজ্য

মিরিক-দার্জিলিং সংযোগকারী দুধিয়া ব্রিজ পুনর্গঠনের কাজ চলছে জোরকদমে। ডানদিকে কালীখোলা ব্রিজ তৈরির কাজও চলছে সমানতালে।

প্রতিবেদন : কয়েকদিন আগেই একরাতের ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ। নাগাড়ে ভারী বৃষ্টিতে ভেঙেছে সেতু। ধস নেমে বন্ধ হয়েছে রাস্তা। ঘরছাড়া হয়েছেন বহু মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গতদের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রশাসন। নিজে পাহাড়ে ছুটে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ, রাস্তার দ্রুত মেরামতি বা নতুন করে গড়ে তোলার নির্দেশ। একইসঙ্গে দ্রুত দুর্গতদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরদারিতে উত্তরবঙ্গে সেইসব কাজকর্ম চলছে দুরন্ত

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনের কাজ

গতিতে। অধিকাংশ কাজই শেষের পথে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে বালাসন নদীর উপরে হিউম পাইপ দিয়ে তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী দুধিয়া ব্রিজ। কয়েকদিনের মধ্যে শেষ করার জন্য কাজ চলছে জোরকদমে। একইসঙ্গে পাকা সেতুর কাজও চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের পর কালীখোলা ব্রিজ তৈরির কাজও চলছে। দার্জিলিংয়ের পুলবাজার ব্রিজও নতুন করে তৈরির জন্য সামগ্রী পৌঁছে গিয়েছে। নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকার বাড়িঘরগুলিও নতুনভাবে তৈরি করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর নজরদারিতে বন্যা কবলিত মানুষগুলির জন্য নিয়মিত চলছে কমিউনিটি কিচেন। (এরপর ১০ পাতায়)

একনজরে

বাধ্যতামূলক

রাজ্যের প্রত্যেকটি টোটোকে এবার রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী শুক্রবার এখবর জানিয়ে বলেন, দেওয়া হবে অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর প্লেট। টোটোর গায়ে থাকবে কিউআর কোড যুক্ত স্টিকার।

বাতিল ৩.৫ লক্ষ

রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে রাজ্যে খাদ্য দফতর বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। রাজ্যে ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৮০২ জনের তথ্য যাচাই চলছে। যার মধ্যে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩০৯টি কার্ড বাতিল করা হয়েছে। রাজ্যে এখন মোট রেশন গ্রাহক ৬ কোটি ২ লক্ষ।

বাজি বাজার

পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে শহরে শহিদ মিনার সংলগ্ন মাঠ, টালা ময়দান, বেহালা ও কালিকাপুর মাঠে ১৪ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত বাজি বাজার বসছে। সবুজ বাজি যাচাই করতে কিউআর কোডের প্রস্তাব উঠেছে।

এয়ারগান নিয়ে

এয়ারগান-সহ হাজরা মোড়ে ঘোরাঘুরি করার সময় ধরা পড়লেন নামী স্কুলের শিক্ষক দেবাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তাকর্মীরা ব্যাগে এয়ারগান দেখে আটক করেন। লাইসেন্স দেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। যুবকের দাবি, তার কিছু বক্তব্য ছিল।

সুপ্রিম হুলিয়া

জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরাতে কড়া পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের। ৪ সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে জানানোর নির্দেশ দিল। ২০১৯-এর ৫ অগাস্ট পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা হারায় জম্মু ও কাশ্মীর

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জঙ্গল

নীরবে নির্জনে
এলেম অরণ্য নিকেতনে।
শাল পিয়ালের বনে
পারুল নাচে মনে।
দু'পাশে গাছের সারি
মাঝখানে দিয়ে চলে গাড়ি।
আমার সারথি পবন
আর পথের সাথি বন।
সূর্য তখন গাছের আড়ালে
আমরা রয়েছি ডালে-আবডালে।
পৌঁছলাম এসে চাপড়ামারি
হাতি সাথিদের ছড়াছড়ি।
ছোট্ট দিঘিতে জল
হাতির পদধ্বনিতে করে টলমল।
গন্ডার আর বাইসন
অরণ্য মাতার প্রাণমন।
চারিদিকে পাখির কিচির মিচির
মনে হয় গড়ি সবুজ প্রাচীর।
চালসা, বানারহাট, চাপড়ামারি
মনে হয় রোজ উঁকি মারি।
গরুমারা আর ধূপঝোরা
ওখানে পাই বর্ষণের সাড়া।
পাহাড়ের রাস্তায় সুকনা
জঙ্গলে নদীর আয়না।
চোখের পলকে যতই দেখি
হৃদয়ে করে শুধু উঁকিঝুঁকি।
সাধ যেন মেটে না
ফিরে আসতে মন চায় না।।

বাংলা বিরোধী অসুরনিধন ছাব্বিশেই, চ্যালেঞ্জ অরূপের

প্রতিবেদন : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা-বিরোধী অসুরনিধন হবেই। বক্তা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শুক্রবার টালিগঞ্জে একটি বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। ভিড়ে ঠাসা এই বিজয়ার কর্মসূচিতে এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে একটার পর একটা তোপ দেগেছেন মন্ত্রী। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা থেকে বিজেপির বাঙালিবিদ্বেষ, এসআইআর-সহ প্রতিটি ইস্যু ধরে বিজেপিকে (এরপর ১০ পাতায়)

সোনালি বিবিরা ভারতীয়

বাংলাদেশ হাইকোর্টের রায়ে মুখ পুড়ল কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : বাংলার বীরভূম জেলার সোনালি বিবিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও বিএসএফ জওয়ানরা বাংলাভাষী হওয়ায় বাংলাদেশি তকমা দিয়েছিল। পাঠিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশে। তাঁদের কাছে প্রামাণ্য তথ্য থাকা সত্ত্বেও অবিচার করা হয়েছিল। শোনা হয়নি কোনও আবেদন। বাংলাদেশের কোর্ট জানিয়ে দিল সোনালি-সহ যে ৬ জনকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁরা বাংলাদেশি নন। তাঁরা ভারতীয়। তাঁদের কাছে রয়েছে প্রামাণ্য তথ্যও। অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ৬ জনকে দেশে ফেরাতে ভারতীয় হাইকমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ হাইকোর্ট।

সোনালি বিবিদের দেশে ফেরানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তৃণমূল সাংসদ তথা পরিযায়ী শ্রমিক (এরপর ১০ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৯৪২ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিন।

একবার সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি একটি ফিল্ম ম্যাগাজিনের। প্রকাশনা জগতে ম্যাগাজিনটির আবির্ভাবের আগাম বার্তার ঘোষণাই ছিল বিজ্ঞাপনটির উদ্দেশ্য। তাতে একটি বাক্য ছিল— যার বাংলা তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায় : বড় হয়ে আমি অমিতাভ বচ্চন হতে চাই। খুব স্পষ্ট ও সরল একটি বাক্য। অর্থটি স্বচ্ছতর। আমি সফল হতে চাই। কার মতো সফল? না, অমিতাভ বচ্চনের মতো। অমিতাভ বচ্চন একটি সাধারণ চেহারার দীর্ঘ উচ্চতার মানুষ, যিনি ধীরে ধীরে একটা প্রজন্মের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। দাপটের সঙ্গে বিনোদনের জগতে নিজেকে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৮৪ সালে পেয়েছেন পদ্মশ্রী, ২০০১ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০১৫ সালে পদ্মবিভূষণ। ২০০৭ সালে ফরাসি সরকার তাঁকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দ্য অনর উপাধিতে ভূষিত করে।

১৬৪৯ অলিভার ক্রোমওয়েল

এদিন ওয়েক্সফোর্ডে হাজার হাজার সামরিক ও অসামরিক আইরিশকে হত্যা করেন। আয়ারল্যান্ডের সমুদ্র সীমায় ঝুঁকে পড়েছিল ব্রিটিশ জাহাজ। তাই সেগুলোর ওপর আক্রমণ চালায় বিদ্রোহী ক্যাথলিক সেনা। আশি জন প্রোটেস্ট্যান্টকে ওই জাহাজগুলো সুদ্ধ তারা ডুবিয়ে মারে। তারই শোধ তুলতে অলিভারের এই গণহত্যার আয়োজন। পরে ক্রোমওয়েল দাবি করেন বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ চালানোর আদেশ তিনি দেননি। তবে ব্রিটিশ সেনাকে সংযত থাকার কোনও বার্তা তিনি দিয়েছিলেন, এমন দাবিও তিনি করেননি। ওয়েক্সফোর্ডের হত্যালীলা তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে রক্তের দাগ লাগিয়েছিল।

১৯৩৬
প্রাচ্য বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু

(১৮৮৬-১৯৩৬) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'বিশ্বকোষ'। এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় বাংলার বহু ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি পাঠ করেন। পরে এগুলি বই আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত পুঁথি সংগ্রহ সম্বল করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ শুরু হয়।

২০১২ এদিন থেকে প্রতি বছর ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক শিশুকন্যা দিবস পালন শুরু হয়। প্রধান উদ্দেশ্য লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ। পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার অধিকারের পরিপুষ্টি, তাদের আইনি সহায়তা ও ন্যায় পাওয়ার অধিকারদান, চিকিৎসার সুবিধা প্রদান, হিংসার হাত থেকে রক্ষা করা এবং বাল্যবিবাহ রোধের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা এই দিনটি পালনের বিশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত।

১৭৩৭ এদিনের ঝড়ে কলকাতার মূলত উত্তর ভাগ লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ৪০ ফুট জলোচ্ছ্বাসের ফলে গঙ্গায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রচুর জাহাজ, জলযান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত বছরের আমপান উসকে দিয়েছিল ২৮৩ বছরের পুরনো সেই স্মৃতি। ১৭৩৭ সালের ১১ অক্টোবর রাতে যে পথে ঘূর্ণিঝড় সাগর থেকে কলকাতার দিকে বয়ে এসেছিল, ২০২০-র আমপানের গতিপথের সঙ্গে তার বহু মিল দেখতে পেয়েছেন গবেষকেরা।

১৯০২ জয়প্রকাশ নারায়ণ (১৯০২-১৯৭৯)

এদিন উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। ১৯৭৭-এ কেন্দ্রে প্রথম কংগ্রেসি সরকার গঠনের পর্বে জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো দলহীন গণতন্ত্রে এক ভাবুক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সেদিন জয়প্রকাশ বলেছিলেন, হয় ওরা এক দল হয়ে নির্বাচন লড়বে, তা না হলে আমি ওদের সঙ্গে নেই। বিরোধী দলের ধর্মপিতা ছিলেন তিনি। তাঁর হুমকিতে কাজ হয়েছিল। চরণ সিংহ, মোরারজি দেশাই থেকে বাজপেয়ী, আডবাণী— সব এক মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৯৭৬ বেজিংয়ে গ্রেফতার হলেন মাও সে তুং-এর তৃতীয় পত্নী জিয়াং কিং ও তাঁর তিন সহচর। চেয়ারম্যান মাওয়ের মৃত্যুর পর এই দুষ্ট চতুষ্টয় বা 'গ্যাং অব ফোর' চিনের যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। বন্দিদশায় তিনি বাথরুমে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

১৮৭৭ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। 'প্রবাসী'তে তাঁর প্রথম ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। নাম 'মরমের কথা'। মৌলিক সাহিত্য রচনার পাশপাশি অনুবাদক হিসেবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ 'রবি রশ্মি' তাঁকে খ্যাতি দিয়েছিল।

বিজয়ার শুভেচ্ছা

■ শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লকের অন্তর্গত রঘুনাথপুর অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত রাজ্য যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, ব্লক সভাপতি নিখিল চক্রবর্তী-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

১০ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১২০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৫৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৯৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৬৫৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৭৬	৮৮.১৫
ইউরো	১০৪.৩৭	১০২.২০
পাউন্ড	১১৯.১৯	১১৭.৫১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি চক্রবর্তী

■ দেবলীনা কুমার

শব্দবাংলা-১৫২২

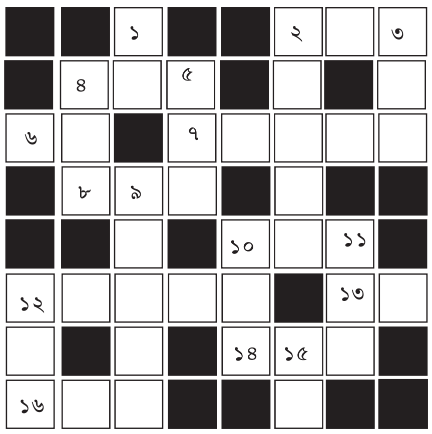

পাশাপাশি : ২. অশোভন বা বেমানানরকম মোটা ৪. শিরোপা ৬. লম্বা ও ঢিলা ৭. রসিকতা, চতুরালি ৮. আদ্য ১০. কয়লা, কলঙ্ক ১২. নতুন নতুন ১৩. তালুক, তহসিল ১৪. আকস্মিক ব্যাপার ১৬. দুর্বোধ্য, সমাধান করা কঠিন এমন।

উপর-নিচ : ১. সতিন ২. গোবরের স্তূপ ৩. ঊরু ৪. অন্যথাচরণ, ব্যত্যয় ৫. মোহনবাগান— ইস্টবেঙ্গল ৯. হেঁশেল ১০. পাপহীন, নিষ্পাপ ১১. প্রণয়ন ১২. ফেরার, নিরুদ্দেশ ১৫. ভরপুর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২১ : পাশাপাশি : ১. যানবাহন ৪. আগ্রহ ৫. অনিবার ৬. কারসাজি ৮. দাড়োয়া ৯. টইটম্বুর। **উপর-নিচ :** ১. যাহবার ২. বাচিক ৩. নজরবাজি ৫. অন্তঃপট ৬. কামদার ৭. ফাইট।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

11 October, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১১ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

প্রথম বর্ষের ছাত্রীর সঙ্গে অশ্লীল আচরণ। অভিযোগে গ্রেফতার স্থানীয় এক গৃহশিক্ষক। হুগলির চুঁচুড়ার ঘটনা। চুঁচুড়া মহিলা থানায় অভিযোগ জানায় নির্যাতিতা

দুপুরে ঘোর নিশি, সঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : ভরদুপুরেই সন্ধে নামল কলকাতায়। ঘন কালো মেঘে মুখ ঢাকল শহর। অন্ধকার তিলোত্তমার বুকে ঘন ঘন বাজ, মেঘের গর্জন। দোসর ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া। সঙ্গে ঘণ্টাদুয়েকের ঝেঁপে বৃষ্টি। শুক্রবার বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের নির্ধারিত 'অফিসিয়াল' দিন হলেও এদিনও ফের আকাশভাঙা মুষলধারে বৃষ্টিতে ভাসল কলকাতা ও তার আশপাশ। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিল, জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে শুক্রবার কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগনা ও হাওড়া-হুগলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির জন্য জারি করা হয়েছিল কমলা সতর্কতা। যদিও এদিন সকাল থেকে রোদ-ঝলমলে ছিল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ। কিন্তু পূর্বাভাস সত্যি করে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বদলায় আবহাওয়া।

দু'ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে ইএম বাইপাস-সহ কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে বিভিন্ন রাস্তায় জল জমল। দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে যোধপুর পার্কে (৮৩ মিলিমিটার)। এছাড়াও বালিগঞ্জ, ঠনঠনিয়া, কালীঘাট, তারাতলা এলাকায় ৫০-৬০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। জোয়ারের জন্য সারা দুপুর লকগেট বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। কিন্তু এধরনের পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল পুরসভার নিকাশি বিভাগ। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্রুত ম্যানহোল খুলে পাম্পের সাহায্যে জল নামানোর কাজ শুরু করেন পুরকর্মীরা। বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ লকগেট খুললে সব জল বেরিয়ে যায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শনিবারও একইভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায়। উপকূলেও জারি রয়েছে সতর্কতা। রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে হালকা-মাঝারি বৃষ্টি চলবে। সোম-মঙ্গলে আরও বৃষ্টির দেখা মিলবে না। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায়ের পর্ব শুরু হয়েছে।

কলকাতায় সবুজ বাজির চারটি বাজার শুরু হচ্ছে ১৪ অক্টোবর

প্রতিবেদন : পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি চারটি বাজার এবার বসছে শহর কলকাতায়। কালীপুজো ও দীপাবলির আগে মানুষের হাতে সবুজ বাজি পৌঁছে দিতে ১৪ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে এই বাজি বাজার। শহিদ মিনার সংলগ্ন মাঠ, উত্তর কলকাতার টালা ময়দান, দক্ষিণ কলকাতার বেহালা এবং ইএম বাইপাস লাগোয়া কালিকাপুর মাঠে ১৪ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত বাজি বাজার চলবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। শুক্রবার ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের বৈঠকের জন্য ডেকেছে পুলিশ প্রশাসন। ওই বৈঠকে বাজি বাজারের নিরাপত্তা ও নিয়মাবলী চূড়ান্ত করা হবে।

বড়বাজার ফায়ারওয়ার্কস ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু দত্ত বলেন, আনুমানিক ৫০টি দোকান রাখার চেষ্টা চলছে। টালা বাজারের উদ্যোক্তা শুভঙ্কর মান্না জানিয়েছেন, টালাতে ১৪ অক্টোবর থেকে ৪৪টি দোকান বসবে। বাজারগুলোতে কেবল পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি বিক্রি করা হবে। কিউআর কোড বাধ্যতামূলক রাখার প্রস্তাব নিয়ে প্রসঙ্গে বড়বাজার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ধ্রুব নারুলা বলেন, এবার আলাদা করে বাজির প্যাকেটে কিউআর কোড থাকা বাধ্যতামূলক নয়। সরকারি অনুমোদিত

প্রস্তুতকারকদের তালিকা থাকবে। সেই প্রস্তুতকারকদের তৈরি বাজিই বৈধ। পুরোনো বক্সে কিউআর কোড থাকলে তা থাকবে। তিনি জানান, পুলিশ অবৈধ বাজি আটকানোর কাজ চলাচ্ছে এবং 'পপ' নামের বেআইনি বাজিগুলি শনাক্ত করে ধরা হচ্ছে।

পরিবেশ কর্মীদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, কিউআর কোড, প্রস্তুতকারক তালিকা ও প্যাকেট লেবেলিং নিয়ে পরবর্তী বৈঠকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বাজারে অনুমোদিত প্রস্তুতকারকদের পণ্য ছাড়াও অবৈধ ও বিপজ্জনক পণ্যের বিরুদ্ধে কড়া নজর রাখা হবে। নিরাপত্তা, দুর্যোগপ্রবণতা ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করা হচ্ছে।

টোটোতেও নম্বর প্লেট, বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন, কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

প্রতিবেদন : রাজ্যে অনিয়ন্ত্রিত টোটোর দৌরাত্ম্য রুখতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি টোটোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হবে এবং দেওয়া হবে অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বরসহ নম্বর প্লেট। টোটোর গায়ে লাগানো থাকবে কিউআর কোডযুক্ত স্টিকার।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, টোটোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতেই এই উদ্যোগ। চিহ্নিতকরণের কাজ ১৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। এরপর নির্ধারিত পথ ছাড়া কোনও টোটো চলাচল করতে পারবে না। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। রাজ্যে ঠিক কত লক্ষ টোটো চলছে, তার নির্ভুল পরিসংখ্যান এখনও প্রশাসনের কাছে নেই। কিন্তু টোটো নিয়ে নাগরিকদের অভিযোগ, যানজট, এবং অটো-বাস চালকদের অসন্তোষ বহুদিন ধরেই প্রশাসনের নজরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। পরিবহণ দফতরও এখন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, অব্যবস্থা চলবে না।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য দিতে হবে ১,০০০ টাকা, এবং ছয় মাস পর থেকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে দিতে হবে অর্থাৎ বছরে মোট ১,২০০ টাকা। পাশাপাশি টোটো চালকদের বিমার আওতায় আনার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া

■ টোটো নিয়ে বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

অনলাইনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সরকারি সহায়তা কেন্দ্র থেকেও করা যাবে। পুলিশ, পরিবহণ দফতর এবং টোটো ইউনিয়নগুলি যৌথভাবে মাঠে নামবে চিহ্নিতকরণের জন্য। কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর কোনও অবৈধ বা অচিহ্নিত টোটো রাস্তায় নামতে পারবে না। সব টোটো নম্বর পাওয়ার পর ভবিষ্যতে রাস্তায় 'জোড়-বিজোড়' নম্বরভিত্তিক চলাচলের বিধি আনার চিন্তাভাবনাও চলছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতেই এই নীতি কার্যকর করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন শহর ও মফস্বলে টোটো চলাচলে শৃঙ্খলা আসবে, তেমনই পরিবহন খাতে রাজ্যের রাজস্বও বাড়বে। নাগরিক দুর্ভোগ রোধের পাশাপাশি চালকদেরও এক সুরক্ষিত ও স্বীকৃত জীবিকা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

বড়মার মন্দিরে যাবেন অভিষেক মুখ্যমন্ত্রীকে মূর্তি দেবে কর্তৃপক্ষ

প্রতিবেদন : নৈহাটির বড়মার মন্দিরে যাবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কালীপুজোর পরদিন মন্দিরে যাবেন এবং

পুজো দেবেন তিনি। পাশাপাশি মন্দির কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বালেশ্বরী পাথরের কালীমূর্তি তুলে দিতে চান অভিষেকের হাতে। এবারের দুর্গাপুজোয় বিভিন্ন মণ্ডপে গিয়েছেন অভিষেক। পরিযায়ী শ্রমিক-সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন কথাও হয়েছে। এবার যাচ্ছেন কালীমন্দিরে। ২০ অক্টোবর কালীপুজো। সবকিছু ঠিক থাকলে ২১ তারিখ যাবেন নৈহাটিতে। কালীপুজো সমিতির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অভিষেক আসছেন। আমরা প্রস্তুত। আমাদের ইচ্ছে বড়মায়ের কষ্টিপাথরের মূর্তি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া। মূর্তিটির কাজ শেষ হয়েছে, শুদ্ধিকরণও হয়েছে। ২০২৩-এ বড়মার মন্দিরটি নতুন করে তৈরি করার পর উদ্বোধন করেন অভিষেক। ২০২৪-এ বড়মার মন্দিরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার তাঁর জন্য কালো পাথরের একটি ছোট মূর্তি মন্দির কর্তৃপক্ষ তৈরি করেছে। উচ্চতা সাড়ে ৫ ইঞ্চি, চওড়া ৫ ইঞ্চি। এই মূর্তিটি মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে অভিষেকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে নৈহাটির মন্দিরে চলছে প্রস্তুতি। মন্দির ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে।

■ বৃহস্পতিবার খড়দহ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ সৌগত রায়, পুরপ্রধান নিলু সরকার, সুকণ্ঠ বণিক প্রমুখ। শুক্রবার।

■ বিজয়ার আশীর্বাদ নিতে শুক্রবার বালি বিধানসভার 'অপুর সংসার' বৃদ্ধাশ্রমে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি কৈলাস মিশ্র। আবাসিক বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের শ্রদ্ধা জানিয়ে উপহার তুলে দেন তিনি।

বঞ্চনা করে এখন বন্যাত্রাণে টাকা তোলার নাটক

প্রতিবেদন : বাংলায় বন্যা হোক কিংবা হনুলুলুতে ঝড়, কলকাতার রাস্তায় লাল পতাকা আর লাল কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়ত সিপিএম। পাড়ায়-মহল্লায়-বাজারে-অফিসে কৌটো নাচিয়ে টাকা তুলত। এবার সিপিএমের ব্যাটন হাতে নিয়েছে বিজেপি। বাংলার খেয়ে বাংলার পড়ে বাংলার মানুষের ভোট নিয়ে তাদেরই পেটে লাথি মারা বিজেপি এখন কলকাতার বাজারে বাক্স নিয়ে উত্তরের বন্যাত্রাণের টাকা তুলছে। নেতৃত্বে বিজেপির প্রাক্তন ট্রেনি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই ছবি দেখে সোশ্যাল বাংলার মানুষ কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! কারণ এদেরই কারণে তাদের দল কেন্দ্রের সরকার এ-রাজ্যের ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি আটকে রেখেছে। সাম্প্রতিক অতীতে এ-রাজ্যে যতগুলি দুর্যোগ হয়েছে তার জেরে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য একটি টাকাও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেয়নি। বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। উদ্ধারকাজ থেকে ত্রাণশিবির খোলা, রাস্তা, সেতু সারাই থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া— সবটাই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ এসব ক্ষেত্রে অন্য বিজেপি শাসিত রাজ্য দিব্যি বিরাট অঙ্কের আর্থিক সাহায্য পেলেও বাংলাকে দেওয়া হয়নি। তাই বিজেপির সুকান্ত মজুমদারের এই টাকা তোলার নাটক দেখে সকলেই হাসছে। সামনের বছর বিধানসভার নির্বাচন। প্রচারে বেরোলে নিশ্চিতভাবে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হবে বিজেপি প্রার্থী থেকে নেতা, সকলকেই। তখন কী উত্তর দেবেন তাঁরা? এভাবে কি আর বাংলার মানুষের মন পাওয়া যায়। এরকম লোক দেখানো দরদ বাংলার মানুষ কখনও মেনে নেয়নি। ভবিষ্যতেও নেবে না।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অসুরনিধন

বাংলায় এবার অতিবৃষ্টি, নিম্নচাপ এবং ঝড়-জলের কারণে ব্যতিক্রমী বিপর্যয়। বিপর্যয় মোকাবিলা করছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের সরকার। দুঃখের বিষয় হল, বাংলার মানুষ দেখছেন ত্রাণ কিংবা পুনর্গঠনের কাজে প্রশাসন থেকে শুরু করে তৃণমূল কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কেউ কোথাও বসে নেই। উত্তর থেকে দক্ষিণ— একদিকে চলছে ত্রাণের কাজ, অন্যদিকে পুনর্গঠনের। আশ্চর্যের বিষয় হল, বিরোধী দলের এক্ষেত্রে ভূমিকা থাকে। কারণ, রাজ্যের মানুষ যদি বিপর্যয়ের দরুন অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েন তখন কে কোন রাজনীতির লোক সেই পরিচয় সামনে আসতে পারে না। তখন একটাই লক্ষ্য— মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু বিজেপি ন্যক্কারজনক ভাবে বাংলাতে নিম্নগামী রাজনীতি শুরু করেছে। কী সেই রাজনীতি? প্রথমত, মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে তৃণমূলের উদ্যোগকে ঘেঁটে দেওয়ার চেষ্টা। অন্যদিকে, এই সময়তেই একটাকাও অর্থ বরাদ্দ না করে মিথ্যাচারের রাজনীতি করা। বিজেপি জানে তারা একটিও টাকা দেয়নি বাংলার দুর্যোগে। মানুষকে জবাব দিতে হবে ছাব্বিশের ভোটে। তাই শুরু হয়েছে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি। মিথ্যাচারের রাজনীতি। কুৎসার রাজনীতি। কিন্তু এসব করে লাভটা কী? মানুষ দেখছেন কারা রয়েছেন পাশে? কারা রয়েছেন বিপদে-বিপর্যয়ে? ভোটের আগে মায়াকান্না কেঁদে কি মানুষকে ভুল বোঝানো সম্ভব? বিজেপি আসলে ভেবেছে এজেন্সি আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে ছাব্বিশের ভোটে জিতবে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসেরও চ্যালেঞ্জ বিজেপিকে, আগামী বিধানসভায় বাংলা-বিরোধী অসুরনিধন হচ্ছে এবং হবেই। করবেন জনতা জনার্দন।

e-mail থেকে চিঠি

ওওও বিজেপি, ত্রাণ সংগ্রহের নাটক কেন?

কেন্দ্র বাংলার প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দিলেই তো হয়! প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেও অন্য রাজ্য বরাদ্দ পেলে বাংলা বঞ্চিত কেন? এই টাকা না দিয়ে সুকান্তবাবুরা ত্রাণ সংগ্রহে টাকা তুলতে ঘুরছে, নাকি ছবি তুলতে ঘুরছে? দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাফপ্যান্ট মন্ত্রী, ফুলপ্যান্ট মন্ত্রীর দরজার বাইরে দারোয়ানের পরিবর্ত হয়তো, তাই বন্যাত্রাণের নামে বাজারে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে। এই বিজেপি দলের ছশো কোটি টাকার রাজপ্রাসাদ পার্টি অফিস, ৪৩৪০ কোটি টাকার পার্টি ফান্ড, তবুও এক পয়সা বাংলার অসহায় মানুষের জন্য দেবে না এই ভারতীয় জুমলা পার্টি! কেন্দ্রে এদের সরকার, এই রাজ্যে যে ক'টা হাফপ্যান্ট মন্ত্রী সাংসদ আছে তাদের মুরোদ নেই যে উত্তরবঙ্গ তাদের দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে সেই অসহায় মানুষগুলোর জন্য এক পয়সা কেন্দ্রের থেকে নিয়ে আসার, উল্টে পঞ্চাশটা মিডিয়ার ক্যামেরা নিয়ে নাটক করতে বেরিয়েছে, এই ভিক্ষার টাকাও এই জুমলা পার্টি মেরে দেবে, কারণ এই দলে আশি শতাংশ প্রাক্তন সিপিএম যারা এই বন্যাত্রাণের টাকা ঝাড়ায় পিএইচডি করেছেন। একটা টাকাও এদের দিয়ে নিজের কষ্টার্জিত টাকা নষ্ট করবেন না, রাজ্য সরকার সবরকমভাবে অসহায় আর্ত উত্তরবঙ্গবাসীদের পাশে আছে, যথেষ্ট ত্রাণ পৌঁছাচ্ছে ওদের কাছে। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও, সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণ বিলি করছে, কোনও রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্বকে ভিক্ষা দিয়ে ফুটেজ খেতে দেবেন না। এরা ভোট চোর, ব্যাঙ্ক চোর, ট্যাক্স চোর, জমি চোর, বন চোর, গ্যাস চোর, তেল চোর বিজেপির কুলাঙ্গার।

—শ্রীপর্ণা রায়, পৌর প্রতিনিধি, ওয়ার্ড নং ৬, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

দুর্গত মানুষগুলোর জন্য কেন্দ্রীয় কোঁদল আছে, সাহায্য কই?

মিথ্যে প্রচার আর প্রতিশ্রুতি বিলিয়ে ভোটযন্ত্রে ডিভিডেন্ড তোলাই যখন শাসক দলের এক ও একমাত্র লক্ষ্য হয়, তখন সেই সংকীর্ণ রাজনীতি চরম ব্যর্থতার অধিক কিছু প্রসব করে না। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

আস্তে আস্তে ছন্দে ফিরছে উত্তরবঙ্গ। স্বাভাবিক জীবনের চাকা ফিরে আসছে ক্রমশ।

এটাই স্বাভাবিক। যে কোনও বিপর্যয়ের পর।

রাজ্য প্রশাসন সক্রিয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সক্রিয়, বরাবরের মতোই। ডুয়ার্সকে ঘিরে উত্তরবঙ্গে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে সেটাও কাটিয়ে উঠছি আমরা। আবহাওয়া আপাতত অনুকূল। সড়ক এবং ট্রেন যোগাযোগও স্বাভাবিক হয়ে আসছে। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি বহুলাংশে পর্যটন-নির্ভর। তাই ওই অঞ্চলের জনজীবনে স্বাভাবিকতা ফেরাতে পর্যটনকে ছন্দে ফেরানো আবশ্যক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকার তৎপর হতেই অধিকাংশ পর্যটন কেন্দ্রও দ্রুত ছন্দে ফিরছে।

আসলে কেবল সুখ বা আনন্দই নয়, দুঃখ বিষাদ বিপদ-আপদও চিরস্থায়ী হয় না। বিপর্যয় দুর্দিন প্রভৃতি আসে আবার চলেও যায় কালের নিয়মে। মানুষ তৎপর হলে দুঃসময় কেটে যায় দ্রুত। এমনটাই তো জেনে এসেছি চিরকাল। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটবে কোন সূত্র মেনে!

তবু, তবুও মানতেই হবে, বিপর্যয়ের মলিন স্মৃতি মোটেই রাতারাতি উবে যাওয়ার নয়। প্রকৃতির রোষের চার-পাঁচদিন পর তরাই ডুয়ার্স-সহ বাংলার পাহাড়ি অঞ্চলে ধ্বংসের চিহ্ন তাই বিদ্যমান। উল্লেখ্য, পাহাড়ের রানি দার্জিলিংয়েই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক। প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, ওই জেলায় ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের মানুষকে ভালভাবে বাঁচাতে হলে এই ক্ষতি অবিলম্বে পূরণ হওয়া জরুরি। পার্শ্ববর্তী একাধিক জেলার ক্ষতি যোগ করলে অঙ্কটি আরও বিপুল!

আর এই আবহেই একটা জিজ্ঞাসা মাথাচাড়া দিচ্ছে। এবং সেটা মোটেই অমূলক জিজ্ঞাসা নয়। এত বড় কাজ কি রাজ্য সরকারের একার সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় সম্পন্ন করতে হবে? কেন্দ্রেরও কি এই ব্যাপারে দরাজ এবং আন্তরিক হওয়া উচিত ছিল না?

কিন্তু সেসব দূর-অস্ত্! কোথায় কী! বঙ্গ বিজেপির ইশারায় রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আকচা-আকচি আর তরজায় জড়িয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তৃণমূলকে বিঁধেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'তৃণমূলের উচিত, হিংসায় প্ররোচনা না দিয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত নয়।' কিন্তু কথাটা হল, কোনও প্রমাণ ছাড়াই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজনীতির রং লাগাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এটা দুর্ভাগ্যজনক! যখন মানুষ বিপন্ন, এমনকী মরছেও তখন দেশের অভিভাবকের এই ভূমিকা অনভিপ্রেত এবং কুরুচিকর। তিনি সংকীর্ণ রাজনৈতিক তরজায় মগ্ন হলে উদ্ধার, ত্রাণবণ্টন, পুনর্বাসনের মতো অত্যন্ত জরুরি প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। তাতে মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে। প্রধানমন্ত্রীর উচিত, দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সর্বতোভাবে বাংলার দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আয়লা-আম্ফান এবং পরবর্তী প্রতিটি বিপর্যয়ে কিন্তু বাংলার মানুষ কেন্দ্রকে পাশে পায়নি। এবার অন্তত দিল্লি মানবিক মুখ নিয়ে এগিয়ে আসবে, সবাই ভেবেছিলাম। বঙ্গ বিজেপিরও উচিত ছিল, এই দাবিতে সোচ্চার হওয়া।

কিন্তু যেটা হল সেটা তদ্বিপরীত।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাংলার এই ভয়াবহ বিপদেও মোদি সরকার রা কাড়ছে না। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন কেন্দ্রের শাসক দলের দখলে। স্বভাবতই সেখানকার পীড়িত মানুষজন কেন্দ্রের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। শুধু এটাই নজরে আসছে যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা যখন দুর্গত মানুষজনকে বাঁচাতে জান লড়িয়ে কাজ করছেন, তখন বিজেপি নেমেছে সংকীর্ণ রাজনীতির খেলায়। তাদের এমপি-এমএলএ-রা ছুটছেন বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে! সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। বিজেপির নেতাকর্মীদের ভাবখানা এই যে, তাঁরা মানুষের পাশে দাঁড়াবার কমপিটিশনে অবতীর্ণ। কিন্তু 'ফটোশুটওয়ালাদের' দেখে স্থানীয় মানুষ উল্টে খেপে যাচ্ছেন। তাঁরা ধরে নিচ্ছেন যে তাঁদের দুর্দিনকে সামনে রেখে প্রচারসর্বস্ব গেরুয়াবাহিনী ভোটের বাজার করতে নেমে পড়েছে। ব্যাপারটাকে তাঁরা তাঁদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে হিসেবেই দেখছেন। এ-নিয়ে ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের একাধিক স্থানে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। তাতে সুরাহার পরিবর্তে, রাজ্য সরকারের ত্রাণকার্যই ব্যাহত হওয়ার উপক্রম হয়। তর্কের খাতিরে ধরা গেল, গেরুয়া শিবির বা দিল্লিওয়ালারা বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য আকুল। কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পায়ের নিচে সরষে, যিনি বছরভর দুনিয়া চষে বেড়ান, উত্তরবঙ্গে বেনজির বিপর্যয়ে পড়া মানুষের পাশে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কেন? বেশ, তিনি এত ব্যস্ত যে আসতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর সরকারের অন্য মন্ত্রীরা এসেও তো উপযুক্ত আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারেন! গালভরা প্যাকেজ ঘোষণা কোনও কাজের কথা নয়। না আঁচালে এই সরকারের কোনও কিছুতেই বিশ্বাস নেই। কারণ, কথার খেলাপে মোদি সরকার ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী!

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছিল, মোদি বাজিমাত করলেন যে ইস্যুতে সেটা আর কিছু নয়, বেকারত্ব।

মোদি দাবি করেন, তিনি সরকার গড়তে পারলে বছরে দু-কোটি চাকরি দেবেন! দেশবাসী তাঁর এই প্রচার সরল মনে বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁকে আশীর্বাদও করেছিল দু-হাত তুলে। কেবল কথা রাখেননি মোদি, দেশের প্রধানমন্ত্রী। শুধু প্রথম দফায় নয়, পরবর্তী দু-দফাতেও তাঁকে অন্য ভূমিকায় না পেয়ে দেশবাসী, বেকার শ্রেণি যারপরনাই হতাশ। বছরে দু-কোটি চাকরির গালভরা

আশ্বাস মিলিয়ে গিয়েছে হাওয়ায়। খোদ কেন্দ্রীয় সরকারি পরিসংখ্যানেই প্রকাশ, দু-বছরের ব্যবধানে সারা দেশে সামগ্রিকভাবে প্রায় ৯ লক্ষ ইপিএফ গ্রাহক বা শ্রমিক/কর্মচারী কমে গিয়েছে। সার্বিকভাবে ইপিএফ গ্রাহকের সংখ্যা কমে যাওয়ার সহজ হিসেবই হল, বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্রমশ কাজের সুযোগ হারাচ্ছেন শ্রমিক/কর্মচারীরা। একইসঙ্গে ইপিএফের মতো সামাজিক সুরক্ষা পরিষেবার আওতা থেকে বেরিয়ে যাওয়া সদস্যের সংখ্যাও ওই তিন বছরে ক্রমেই বেড়েছে। ২০২২-'২৩ সালে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ, ২০২৩-'২৪ সালে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ এবং ২০২৪-'২৫ সালে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ সদস্য ইপিএফও ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। তবে তাঁরা চাকরি খুইয়ে বেরিয়েছেন, নাকি স্বেচ্ছায় ইপিএফও ছেড়ে দিয়েছেন— রিপোর্ট থেকে তা পরিষ্কার নয়।

সব মিলিয়ে এটাই সারসত্য মোদিযুগে বেকারত্ব দূরীকরণদর্শনের যে শুধুই প্রচার এবং ভোটযন্ত্রে ডিভিডেন্ড তোলাই যখন শাসক দলের এক ও একমাত্র লক্ষ্য হয়, তখন সেই সংকীর্ণ রাজনীতি চরম ব্যর্থতার অধিক কিছু প্রসব করে না।

জলে মাছ ধরার গেরুয়া মতলবে যদি কেন্দ্রের মোদি সরকার উত্তরবঙ্গ পুনর্গঠনের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তবে রাজ্যবাসী তো ভুগবেই, বিজেপিকেও ফল ভুগতে হবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে।

বেলেঘাটায় আবাসনের দেওয়াল চাপা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনায় মৃত সঞ্জয় মিত্র (৬৭)। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্তে বেলেঘাটা থানা

বিশেষ অভিযানে ৩.৫৩ লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করল প্রশাসন

প্রতিবেদন : জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় রেশন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে রাজ্যে খাদ্য দফতর বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। এ রাজ্যের ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৮০২ জন রেশন গ্রাহকের তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩০৯টি রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের খাদ্যদফতর বিভিন্ন স্তরে তদন্ত চালিয়ে এই বিপুল সংখ্যক কার্ড বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের মোট রেশন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ২ লক্ষ। ফলে এই বাতিলের সংখ্যা মোট গ্রাহকের তুলনায় খুব বেশি না হলেও প্রশাসনিক মহলে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই আধার নম্বরবিহীন ও বায়োমেট্রিক যাচাইবিহীন রেশন কার্ডধারীদের তালিকা তৈরি করেছে। প্রায় ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার রেশন গ্রাহককে এই বিভাগে

ফেলা হয়। কিন্তু হাতেকলমে যাচাইয়ে দেখা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ৪১ হাজার শিশু। বয়সে পাঁচ বছরের কম— ফলে আধার নম্বর না থাকা সঙ্গত কারণেই বৈধ। রাজ্য প্রশাসন জানিয়েছে, বর্তমানে আর্থিকভাবে সম্পন্ন গ্রাহকদের চিহ্নিত করতে নমুনা সমীক্ষা চলছে। কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, আয়কর দাতা, সরকারি কর্মচারী, কোম্পানির ডিরেক্টর পদে থাকা ব্যক্তি কিংবা নির্ধারিত আয়সীমার ঊর্ধ্বে থাকা নাগরিকদের কার্ড অবৈধ বলে গণ্য হবে। এই তালিকা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সারা দেশে এনএফএসএ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনায় চাল ও গম পাচ্ছেন প্রায় ৮১ কোটি মানুষ। এর মধ্যে প্রায় ৮ কোটি ৫১ লক্ষের মতো রেশন গ্রাহকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি রুখে প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে খাদ্য নিরাপত্তা পৌঁছে দিতেই এই অনুসন্ধান অভিযান শুরু হয়েছে। রাজ্যের খাদ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, যাচাই প্রক্রিয়া একেবারে তথ্যভিত্তিক। কোনও কার্ড বাতিলের আগে প্রতিটি তথ্য পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে। প্রকৃত সুবিধাভোগী যেন বাদ না পড়েন, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

নির্বাচন এলেই ইডির তল্লাশি পাল্টা সুজিত

প্রতিবেদন : প্রত্যেক নির্বাচনের আগেই এই ধরনের তল্লাশি-অভিযান চলে। যাঁরা দলের সক্রিয় সদস্য তাঁদের টার্গেট করা হয়। আজ আমার অফিসে এসেছে। ওরা ওদের কাজ করুক। এই রেইড নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। দুর্নীতি বললেই তো আর হল না, প্রমাণ দেখাতে হবে। সাতসকালে তাঁর দফতরে ইডির তল্লাশি নিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বোসের। তিনি আরও বলেন, এলাকাবাসী জানেন আমার কথা। তাঁরাই আমার সার্টিফিকেট দেবেন। যখনই ইলেকশন আসে, যাঁরা পার্টিতে কাজ করেন তাঁদের বাড়ি, অফিস— সব জায়গায় যায়। এবার আমার রেস্টুরেন্টে গিয়েছে। এর আগেও রেইড করেছিল। আমার বাড়িতে হচ্ছে, নিতাইয়ের বাড়িতেও গিয়েছে। কিছু তো পাইনি ওরা। তার পরেও আবার ইডি আসছে। মনে হয় টার্গেট করছে এই জায়গাটা। রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ হচ্ছে। ওদের কাজ ওরা করুক, আমাদের কাজ আমরা করব। দুর্নীতির কথা বললেই তো হল না, প্রমাণ থাকতে হবে। এ-প্রসঙ্গে এদিন সরব হন, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বৃষ্টি কবে হবে, সেটা যেমন আবহাওয়া অফিস বলে দেয়। ঠিক তেমনি ভোট কখন হবে, সেটা এজেন্সির তৎপরতা দেখলেই বোঝা যায়। তৃণমূলকে কীভাবে কালিমালিপ্ত করা যায়, এসব তারই অঙ্গ। মানুষ এখন সব বোঝেন। ভোট এলেই সেন্ট্রাল এজেন্সিকে ব্যবহার করে কীভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার করা যায় এসব তারই চেষ্টা। এসব করে কোনও লাভ হবে না।

এবার ইউনেস্কোর স্বীকৃতির দাবি জানাবে বারাসতের কালীপুজো

সংবাদদাতা, বারাসত : কালীপুজোর আগে আরও পুলিশ প্রশাসন। বারাসত ও মধ্যমগ্রাম এলাকায় বাড়তি সতর্কতা। এবার বারাসতের কালীপুজোকে ইউনেস্কোর পুরস্কার পেতে হবেই বলে আবেদন করলেন পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখরিয়া। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলাশাসক শরদ কুমার দিবেদী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস। এদিনের বৈঠকে, দর্শনার্থীদের ভিড় সামাল দেওয়া, গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে জাতীয় সড়কগুলিতে বিধি-নিষেধ, পুজো উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন নির্দেশিকা এবং সার্বিক নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পুলিশ সুপার বলেন, পুজোর দিনগুকিতে ট্রাফিক চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। অত্যাধিক ভিড় হলে বা কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পাশাপাশি পুজো পাসের অপব্যবহার আটকাতে পাসের নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলেও জানান পুলিশ সুপার। বারাসতবাসীর যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাদের পরিচয়পত্র দেখালে ছাড় পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে যানজট এড়াতে যত্রতত্র অস্থায়ী দোকানের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, দীপ সম্মানের ক্ষেত্রে পুরসভাগুলিকে সাহায্য করতে হবে। কালীপুজো যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এদিন কালীপুজোর গাইড ম্যাপেরও উদ্বোধন করা হয়।

গঙ্গাসাগর সেতুর বরাত পেল এল অ্যান্ড টি

প্রতিবেদন : বিরোধীদের সব কুৎসা উড়িয়ে স্বপ্নপূরণের দোরগোড়ায় গঙ্গাসাগরবাসী। কয়েক বছরের মধ্যেই মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে সাগরদ্বীপ। সেতু নির্মাণের বরাত পেল বিশ্বের অন্যতম নামকরা সংস্থা লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো (এল অ্যান্ড টি)। ফলে সেতু নির্মাণের কাজ নিয়ে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের মনে আশার আলো সঞ্চার হয়েছে। সেতু নিয়ে বিরোধীদের যাবতীয় অপপ্রচার উড়িয়ে দিয়ে মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকলেও বাংলা থেকে এই দলের কোনও সাংসদ গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতির জন্য একটিও কথা বলে না। শুধু কুৎসা, অপপ্রচার করতে পারে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়ন চলতে থাকবে।

মকর সংক্রান্তিতে সাগরদ্বীপে মেলাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করে পৌঁছতে হয় গঙ্গাসাগরে। এই যাত্রাপথ সুগম করতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন মুড়িগঙ্গা নদীতে গড়ে তোলা হবে সেতু। চার লেনের এই সেতুর খরচ ধরা হয়েছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। রাজ্যের তরফে কেনা হয়েছে জমি। মুড়িগঙ্গা নদীতে সম্পন্ন হয়েছে মাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কাজ। এবার পালা সেতু নির্মাণের কাজ। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শুধু তীর্থযাত্রীরাই নন, উপকূলবর্তী এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে বাড়বে পর্যটন ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনাও।

■ নিউ টাউনের বিজয়া সম্মিলনীতে কর্মীর জনজোয়ার। মঞ্চে সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ সোনারপুর উত্তর বিধানসভার খেয়াদহে বিজয়া সম্মিলনী। বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। শুক্রবার।

■ মধ্যমগ্রাম বিধানসভার নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজয়া সম্মিলনী। বক্তা মন্ত্রী রথীন ঘোষ। রয়েছেন মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসত ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি-সহ অন্যেরা।

■ গঙ্গাসাগরের রুদ্রনগরে বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাংসদ বাপি হালদার প্রমুখ। প্রবীণ তৃণমূলকর্মীদের হাতে বিজয়ার শুভেচ্ছা ও স্মারক তুলে দিলেন মন্ত্রী ও সাংসদ।

■ মেটিয়াবুরুজে ১৩৮ নং ওয়ার্ডে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যেরা। শুক্রবার।

রাজ্য
11 October, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গোলপার্কে প্রৌঢ়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার। বৃহস্পতিবার রাতে গড়িয়াহাট থানা এলাকার ফাঁকা বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে পুলিশ মনোতোষ কুণ্ডুর (৬০) দেহ উদ্ধার করে

ছাব্বিশে জয়ের শপথ তৃণমূলের সব বিজয়াতেই

পুরনো নেতা-কর্মীদের সম্মাননা • গুণীজন সংবর্ধনা

তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী ঘিরে মানুষের উপস্থিতি। বাঁদিকে পুরুলিয়ার মানবাজারে বক্তা দেবাংশু ভট্টাচার্য। ডানদিকে চন্দননগরে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মিতালি বাগ, বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মেয়র রাম চক্রবর্তী-সহ অন্যরা শুক্রবার।

প্রতিবেদন : কয়েকদিন হল বাংলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী শুরু হয়েছে। টালা থেকে টালিগঞ্জ, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, দলের নির্দেশ মেনে বিজয়া সারছেন দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের সম্মাননা-সহ গুণিজন সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবই চলছে। সেই সঙ্গেই ২০২৬-এ বিজয়ের শপথ নিচ্ছেন তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য থেকে জেলা এবং ব্লক স্তরের নেতৃত্ব চোয়াল শক্ত করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ২০২৬-এর বিধানসভার নির্বাচনে বাংলাবিরোধী বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না। সবকিছু ভুলে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠে নেমে লড়াই করতে হবে। চতুর্থবারের জন্য ফের বাংলায় ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল। আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ মানস ভুঁইয়া, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, রথীন ঘোষ, সাংসদ পার্থ ভৌমিক, ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী, সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, উত্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া, শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান গৌতম দেব-সহ রাজ্য থেকে জেলা যেসব নেতৃত্ব এই বিজয়া সম্মিলনীগুলিতে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা, এসআইআর, বাঙালিবিদ্বেষ, এজেন্সি রাজনীতি-সহ একাধিক বিষয়ে তুলোধোনা করছেন। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সর্বস্তরের মানুষের জন্য যেভাবে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছেন তার উল্লেখ করছেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন এ-রাজ্যে আদিবাসী, সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু সকলেই সবরকম সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছেন। সম্প্রীতির বাংলায় কোনও বিভাজন নেই। বরং বিভাজনকারীদের রুখে দিতে যে লড়াই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ছেন তাতে বাংলা তাদের পাশে ছিল-আছে-থাকবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উত্তরবঙ্গের পাহাড়, ডুয়ার্স, তরাই এ-রাজ্যে সরকার ত্রাণের কাজ ও রাস্তা-বাড়ি মেরামতির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দু'-তিনদিন পর থেকে এইসব জায়গাতেও বিজয়া সম্মিলনীর কর্মসূচি হবে।

ব্যাগে এয়ারগান কালীঘাটে গিয়ে আটক শিক্ষক

প্রতিবেদন : কালীঘাটে গিয়ে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছিলেন। চাইছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে ওই ব্যক্তিকে শুক্রবার আটক করে কলকাতা পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের নিরাপত্তা কর্মীরা আটক করে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তাঁর ব্যাগ থেকে মেলে একটি এয়ারগান। এরপরই কালীঘাট থানায় খবর দেওয়া হয়। ধৃত ব্যক্তি দেবাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় নিজেকে কলকাতার একটি নামী স্কুলের শিক্ষক বলে দাবি করেন। জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। কিছু বিশেষ বক্তব্য ও দাবি ছিল তাঁর। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া এয়ারগানের লাইসেন্সও দেখান তিনি। জানান, তিনি শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। স্কুল শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি আইনের কাজের সঙ্গেও যুক্ত। তার ফলেই সঙ্গে এয়ারগান রাখতে হয় তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে দাবি করতে চেয়েছিলেন, তা জানার পরে মুক্তি দেওয়া হয় দেবাঞ্জনকে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উত্তরে জোরকদমে চলছে ব্রিজ-রাস্তা মেরামতি, ত্রাণ বিলির কাজ

ডিএম-দের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যসচিব

প্রতিবেদন : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরে যাদের বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ফের বাড়ি করে দেওয়ার নির্দেশ দিল নবান্ন। শুক্রবার উত্তরবঙ্গের জেলাশাসকদের সঙ্গে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গে। তার আগে এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ। কতো বাড়ি ভেঙেছে তার প্রাথমিক সমীক্ষা করছে প্রশাসন। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের শিবির করে এব্যাপারে তথ্য নেওয়া হবে। দ্রুত টেন্ডার ডেকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে। ধস ও বন্যায় যাদের প্রয়োজনীয় নথি ভেসে গিয়েছে তা দ্রুত তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাস্তা-সেতুর কাজ দ্রুততার সঙ্গে করতে বলা হয়েছে। প্রবল বর্ষণ এবং নদীর জলস্রোতের জেরে যে সব সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলির দ্রুত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর দ্রুততার সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জমি-বিবাদে মামার হাঁসুয়ার কোপে প্রাণ গেল ভাগনের। মানিকচকের মথুরাপুর সুভাষ কলোনিতে। মৃতের নাম হীরেন কুণ্ডু (২৪)। ইট ফেলাকে কেন্দ্র করে রাজা ও সৎদাদা জীবনের গোলমাল থামাতে গিয়ে রাজার হাঁসুয়ার কোপ পড়ে হীরেনের মাথায়

বৃষ্টি কমলেও আবারও ধস বন্ধ ১০ নং জাতীয় সড়ক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পাহাড়ে আবার ধস! বৃহস্পতিবার রাতে ধস নামে পশ্চিমবঙ্গ সিকিম লাইফ লাইন দশ নম্বর জাতীয় সড়কে। ধসে রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশ ভেঙে খাদে তলিয়ে যায়। ফলে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই বন্ধ হয়ে যায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের পথে উত্তরবঙ্গ। ছন্দে ফিরছে পাহাড়ের সব পর্যটনকেন্দ্র। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সকাল থেকে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও নেই সেই দাপট। আপাতত বৃষ্টি কমবে সেখানে। আবহাওয়া অফিস বলছে, উত্তরবঙ্গের আকাশ থেকে কেটে গিয়েছে দুর্যোগের মেঘ। আর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। রোদের দেখা মিলছে সেখানে। দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘাও।

২৯ মাইল থেকে গেলখোলার পথে এই ধস নেমেছে। আজ সকালে ধস সরানোর কাজ শুরু হয়। কিন্তু

সড়কের বিস্তীর্ণ অংশ পুরোপুরি ধসে যাওয়ায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে দ্বিমুখী যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। অন্য রুট হয়ে ঘুরপথে যাতায়াত চলছে সিকিম এবং বাংলার মধ্যে। ফলে চার ঘণ্টা সময় বেশি লাগছে সিকিম-পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে। গতকাল রাত আটটা নাগাদ জাতীয় সড়কে বিশাল বড় গর্ত তৈরি হয়। ধসে যায় সড়কের বিস্তীর্ণ অংশ। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই পথে ব্যারিকেড লাগিয়ে দেওয়া হয়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেলের আগে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হবে না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিম-গরুবাথান রোড ব্যবহার করে যাতায়াত চলছে।

বালাসন নদীর উপর হিউম পাইপের সেতু জোরকদমে

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় ● শিলিগুড়ি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বিপর্যস্ত গোটা উত্তর। জলে তোড়ে ভেসে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি। সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসে ভেঙেছে দুধিয়া সংলগ্ন বালাসন নদীর আয়রন ব্রিজ। সেই সেতু পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তার আগে থেকেই তৎপর জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে নতুনভাবে সেতু সংস্কারের কাজ। বুধবার কিছুটা হলেও জলের ঢেউ কমায় ব্রিজ পরিদর্শন করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ব্রিজের তিন নম্বর স্তম্ভ ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে মিরিক এবং শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। জানা যাচ্ছে, পিডব্লুডি এবং সেনার যৌথ উদ্যোগে নতুনভাবে সেতু তৈরি করে স্বাভাবিকভাবেই যাতায়াতের

উপযোগী করে তোলা হচ্ছে মিরিক এবং শিলিগুড়ির মধ্যস্থতার দুধিয়া সংলগ্ন আয়রন ব্রিজকে। হিউম পাইপ দিয়ে তৈরি হবে দুধিয়া বালাসন নদীর সেতুটি। ফলে ১৫ দিনের মধ্যেই শুরু হবে যাতায়াত। যা নিয়ে খুশি এলাকাবাসী। প্লাবনে সর্বহারা পরিবারগুলির পাশে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলাশাসক প্রীতি গোয়েলের হাত দিয়ে প্রায় হাজার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে চাল, ডাল, তেল, নুন, ওষুধ, কম্বল, বেবিফুড, শুকনো খাবার। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে শুরু করে যুব তৃণমূল এবং মেয়র পারিষদ প্রত্যেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কাজে। পুলিশের তরফে কমিউনিটি কিচেনের দায়িত্বে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকার। রোহিণী, শুকনা, দুধিয়া সংলগ্ন এলাকাবাসীর জন্য প্রতিদিন চলছে কিচেন। ৪০০ পরিবারের হাতে মিরিকে তুলে দেয়া হয়েছে ত্রাণসামগ্রী।

বন্যার্তদের পাশে সাংসদ দেব

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বহু মানুষ এখনও বন্যার পরবর্তী সঙ্কটে ভুগছেন। রাজ্য ও জেলা প্রশাসন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দিনরাত কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন। এই পরিস্থিতিতে মানবিক উদ্যোগে পাশে দাঁড়ালেন অভিনেতা ও তৃণমূল সাংসদ দেব। ময়নাগুড়ির আমগুড়ি অঞ্চল এবং ধূপগুড়ি বিধানসভার মাগুরবাড়ি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ত্রাণসামগ্রী পাঠান তিনি। ছিল খাবার, পুরুষ ও মহিলাদের পোশাক, পানীয় জল, ওষুধ ও শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার। জেলা প্রশাসন ও

তৃণমূল নেতৃত্বের সহায়তায় এই সমস্ত সামগ্রী দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, দেবের মতো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরা এগিয়ে আসায় সাধারণ মানুষ আরও উৎসাহিত হচ্ছেন। এটা আমাদের একতা ও মানবিকতার প্রতীক।

পাশে বিধায়ক নির্মল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : সাধারণ মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছে রাজ্য ও প্রশাসন। জেলার প্রায় প্রতিটি ত্রাণকেন্দ্রে তিনবেলা গরম খাবারের ব্যবস্থা করেছে। শুধু খাবার নয়, বিতরণ করা হচ্ছে জামাকাপড়, মশারি, কম্বল, মহিলাদের জন্য আলাদা পোশাকও। গৃহপালিত পশুর খাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই মধ্যে শুক্রবার ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্শামারি

এলাকায় প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষের হাতে কম্বল দেওয়া হয়। ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ। মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছেন বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়। দিনভর ত্রাণকার্য তদারকি করছেন। রাতেও ত্রাণশিবিরে গিয়ে দুর্গতদের কথা শুনছেন।

গঙ্গার গ্রাসে খাসকোল আতঙ্কে পাড়ের মানুষ

সংবাদদাতা, মালদহ: গঙ্গার তীব্র ভাঙনে দিশেহারা মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের মিলকি অঞ্চলের খাসকোল এলাকার মানুষ। প্রতিদিন একটু করে গঙ্গা যেন গিলে নিচ্ছে বসতভিটে, জমিজমা, স্মৃতি আর স্বপ্ন। গত কয়েক দিনের ভয়াবহ ভাঙনে

রাতের ঘুম উধাও হয়েছে নদীপাড়ের শতাধিক পরিবারের। সোনাবানু বিবি বলেন, দিনে দিনে নদী আরও কাছে চলে আসছে। কাল পর্যন্ত যেখানে পায়ে হাঁটা রাস্তা ছিল, আজ সেখানে গঙ্গার স্রোত। একই সুর গীতা রবিদাসের গলায়, ভাঙনে ইতিমধ্যেই বহু জমি, গাছপালা গঙ্গার তলায় গিয়েছে। এখন ঘরবাড়িও পড়বে নদীতে।

গঙ্গার আগ্রাসনে ইতিমধ্যেই একটি বিশাল বটগাছ নদীতে তলিয়ে গিয়েছে। তীরে থাকা অসমাপ্ত কালীমন্দির ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে। মন্দিরের পেছন দিকের অংশ ভেঙে পড়লে আশেপাশের ঘরবাড়িগুলোও গঙ্গাগর্ভে মিলিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা গ্রামবাসীদের। তাঁদের একটাই দাবি, কেন্দ্র সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিক, না হলে খাসকোল মালদহের মানচিত্র থেকেই হারিয়ে যাবে।

নথি-হারানো মানুষের জন্য দুয়ারে পুলিশ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : দুয়ারে সরকারের পর এবার বন্যাদুর্গত মানুষদের সাহায্যে দুয়ারে পুলিশ। জেলার বন্যাবিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দুর্গতদের আইনি সহায়তা দিল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। প্লাবনে জরুরি কাগজপত্র নষ্ট বা ভেসে যাওয়ার জেনারেল ডায়েরি নথিবদ্ধ করছে পুলিশ। আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লকের বিত্তিবাড়ি, ভলকা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের শালকুমার হাট এক ও দুই গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা ও কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী চা-বাগান এলাকায় বন্যার কবলে পড়া মানুষদের জন্য মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে এই শিবিরের আয়োজন করে

জেলা পুলিশ। দুর্গতরা হারিয়েছেন প্যান, ভোটার, আধার ও রেশন কার্ড। সেই সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ ও বিভিন্ন সরকারি নথি। ওইসব কাগজপত্র নতুন করে তৈরি করতে হলে পুলিশের খাতায় সাধারণ একটি এজাহার করতে হয়। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারানো নথি ফিরে পেতে বন্যার্ত মানুষদের পাশে থাকার জন্য পুলিশকে বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মেনেই শুক্রবার থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার বন্যাদুর্গত এলাকায় এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন ৭০০ জন দুর্গত মানুষ পুলিশের খাতায় জিডি লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। আগামী কালও শিবির চলবে। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানান, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করাই পুলিশের প্রধান কাজ। আমরা সেই কাজটুকুই করেছি।

■ বন্যাদুর্গতদের সাহায্যে নেমে পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। কোথাও খোলা হয়েছে কমিউনিটি কিচেন, কোথাও ভেঙে যাওয়া ঘর তৈরিতে হাত লাগাচ্ছেন। ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেলসেন লেপচা শুক্রবার কম্বল এবং অন্যান্য ত্রাণ তুলে দিলেন অসহায় মানুষদের হাতে।

৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাজ্যের, দোমোহনিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্নীত হবে ১০ শয্যার হাসপাতালে

প্রতিবেদন : দোমোহনিতে তৈরি হবে দশ শয্যার হাসপাতাল। এই প্রস্তাবে অনুমোদন করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। এবার তাই দোমোহনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকেই হাসপাতালে উন্নীত করা হবে। পরিকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থাকে ইতিমধ্যেই বরাত দেওয়া হয়েছে। তবে পুজোর আগে কাজ শুরুর কথা হলেও এখনও শুরু হয়নি। তবে দ্রুত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্যকর্তারা। বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীত সিং জানান, অতিবর্ষণে এলাকায় জল দাঁড়িয়ে যায়। ফলে পে লোডার দিয়ে কাজ শুরু করা যায়নি। কিন্তু কালীপুজোর পরেই কাজ শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিকা সংস্থাকে। ফলে ২০২৬-এর গোড়ায় হাসপাতাল ভবনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ হবে। প্রসঙ্গত, বারাবনির কেলেজোরায় ৩০ শয্যার একটি হাসপাতাল রয়েছে। তবে ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ সেখানে যেতে সমস্যায় পড়েন। সেই কারণেই আরও একটি ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরির দাবি ওঠে কয়েক বছর আগে। সেই দাবি মেনে নতুন হাসপাতালের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলার সিএমওএইচ শেখ মহম্মদ ইউনুস। এ জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে দোমোহনির স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে। প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকায় ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাড়িটির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে বলে জানা গিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদ ও বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে তৈরি হবে এই হাসপাতালটি। সিএমওএইচ জানান, এই হাসপাতাল তৈরি হলে এলাকার প্রায় ১৫ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য, বারাবনিতে একটি ১০ শয্যার হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয় ২০০৮-এ। কিন্তু এই পর্যাপ্ত জমি পাওয়ায় দোমোহানির বিনোদডাঙা এলাকার বাসিন্দা কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী শশাঙ্কশেখর সিংহ হাসপাতালের জন্য প্রায় দুই বিঘা জমি দান করেন। ২০১০-এ সেটির ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে হাসপাতালের পরিবর্তে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়। একজন চিকিৎসক সপ্তাহে তিন দিন সেখানে গিয়ে রোগী দেখেন। এদিকে আশপাশের ১৫টি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দার সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা দাবি মেনে অবশেষে হাসপাতাল তৈরির অনুমোদন দিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

হাইকোর্টের নির্দেশে ভাঙা হল সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণ

উচ্ছেদ অভিযান দাসপুরে

সংবাদদাতা, দাসপুর : পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ১ ব্লকের টালিভাটা বাজারে অবৈধ নির্মিত প্রায় ১৭টি দোকানঘর ভেঙে ফেলা হল হাইকোর্টের নির্দেশে। শুক্রবার সকাল থেকেই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় স্থানীয় এলাকায়। বাজারের একাংশে বুলডোজারের আওয়াজ, দোকানদারদের প্রতিবাদ, প্রশাসনের কড়া নজরদারি, সব মিলিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে টালিভাটা বাজার চত্বর। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, টালিভাটা বাজারের ওই দোকানঘরগুলি সরকারি লিজকৃত জমিতে নির্মিত হয় বহু বছর আগে। ২০০৮ সালে লিজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও দোকানদাররা জায়গা খালি করতে অস্বীকার করায় একাধিকবার প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হয়। শেষে হাইকোর্টের নির্দেশে জেলা প্রশাসন শুক্রবার অভিযান চালিয়ে দোকানঘর উচ্ছেদ করে। শুক্রবার সকাল থেকেই দাসপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল উচ্ছেদ অভিযানে। সরকারি জমিতে দীর্ঘদিন দখলদারি চলার অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

দুর্গাপুরে সক্রিয় প্রশাসন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : হাইকোর্টের নির্দেশে সরকারি জমির উপর গজিয়ে ওঠা একের পর এক অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করল দুর্গাপুর নগর নিগম। শুক্রবার সকাল থেকেই নগর নিগমের বিশেষ দল বিশাল পুলিশ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে অভিযান চালায় অমরাবতীর ডিফেন্স কলোনি এলাকায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের জমির উপর একাধিক গাড়ি রাখার গ্যারাজ গজিয়ে উঠেছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের পর প্রশাসনের তরফে বিষয়টি আদালতের নজরে আনা হয়। হাইকোর্ট সম্প্রতি রায় দেয়, সরকারি জমি দখল করে নির্মিত সব অবৈধ নির্মাণ দ্রুত ভেঙে দিতে হবে। সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযানে আপাতত ডিফেন্স কলোনির একাংশে কাজ শুরু হয়েছে, ধাপে ধাপে অন্য এলাকাতেও চলবে একইভাবে অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ।

স্বাস্থ্য কমিশনের কড়া নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : মোট বিলে ছাড় পেতে গেলে নগদে টাকা মেটানোর অভিযোগ রাজ্যের কাছে আসছিল বিভিন্ন সূত্র থেকে। প্রীতম সামন্ত নামে জনৈক ব্যক্তি এই অভিযোগ করেন উত্তর ২৪ পরগনার মাদার নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রীতমের আত্মীয় নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। বিল হয় ২৬০০ টাকা। তিনি বিলে ছাড় চাইলে ১০৫ টাকা ছাড় দেওয়া হয়। কিন্তু শর্ত টাকা মেটাতে হবে নগদে। খবর যেতেই স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, গোটা ঘটনা অনৈতিক ও বেআইনি। কমিশনের কড়া নির্দেশ, এক্ষেত্রে রোগীর পরিবার অনলাইনে টাকা দিতে চাইলে তা মেনে নিতে হবে।

এসআইআর চালাকির পর্দাফাঁস, মেপে পা ফেলছে নির্বাচন কমিশন

প্রতিবেদন : এসআইআর-এ একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে জনবিস্ফোরণ হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই স্পষ্ট হুঁশিয়ারিতে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাই গোটা দেশে এখন এসআইআরের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মেপে পা ফেলতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকার ম্যাপিং বা পুরোনো ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার ক্ষেত্রে এ-রাজ্যে বাড়তি সতর্কতা নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। এসআইআর-এর নামে নির্বাচন কমিশন আদতে এনআরসি বাস্তবায়িত করতে চাইছে। এর পিছনে কাজ করছে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাথা। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করে একথা ফাঁস করে দেওয়ায় কমিশনের কর্তাদের কপালে ঘাম জমেছে। এমনকী বিহারে বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ায় খড়্গহস্ত হয়েছে শীর্ষ আদালত। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী প্রথম যে বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ কার্যত তাতেই সিলমোহর দিয়েছে। ফলে আরও চাপে পড়ে গিয়েছে কমিশন। তাই এখন আরও সাবধানে পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষপাতী তারা।

নির্বাচন কমিশনের সূত্র অনুযায়ী, চলতি অক্টোবর মাসে রাজ্যে এসআইআর পর্ব শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে। রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বলেছিলেন, আগুন নিয়ে খেলবেন না! অ্যাকশন হলে রিঅ্যাকশনও হবে! এসআইআর-এ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং এ-রাজ্যে এই প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিইও মনোজ আগরওয়ালকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মনোজের উদ্দেশে তিনি বলেন, বড্ড বেশি আধিকারিকদের হুমকি দিচ্ছেন। আশা করি, তিনি বেড়ে খেলবেন না! সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য— সিইও-র বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সময় হলে বলব। ফলে এরাজ্যে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া নিয়ে আরও মেপে পা ফেলছে কমিশন। এছাড়া কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রভিত্তিক ম্যাপিংয়ের কাজও শেষ পর্যায়ে পৌঁছায়নি। ফলে, বর্তমান অবস্থায় এসআইআর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

তাছাড়া নির্বাচন কমিশনের জাতীয় সূচি অনুযায়ী, ১৮ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে ছুটি থাকায় ওই সময়ে কোনও নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সম্ভাবনা নেই। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর মনে করছে, কমিশন চাইলে ১৮ অক্টোবরের আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ দিনের প্রক্রিয়াগত সময় দিতে হবে।

নির্বাচন কমিশনের এক কর্তা জানিয়েছেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সম্ভাবনা বেশি। তাঁর কথায়, এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে গেলে তার আগে যাবতীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ করা আবশ্যক। বিজ্ঞপ্তি একবার প্রকাশ হয়ে গেলে আর দেরি করা যায় না, তখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেভাবেই হোক পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতেই হয়।

তাই নির্বাচন কমিশনের মতে, চলতি মাসে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশেই এসআইআর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সম্ভাবনা একপ্রকার নেই।

ব্লকে ব্লকে বিজয়া

■ রূপনারায়ণপুরের শ্রমিক মঞ্চে সালানপুর ব্লক তৃণমূলের ডাকে বিজয়া সম্মিলনীতে মন্ত্রী মলয় ঘটক, বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, মহম্মদ আরমান, ভোলা সিং প্রমুখ।

■ চাকদহ শহর তৃণমূলের ডাকে বিজয়া সম্মিলনীতে জেলা ও শহর নেতৃত্বের সঙ্গে দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার।

■ পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই টাউন হলে শুক্রবার বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত রাজ্য যুব তৃণমূল নেতা ঋজু দত্ত, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি সনাতন বেরা, জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী, চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া-সহ অন্যেরা।

পাড়া শিবিরে বিধায়ক

■ দাঁতন ১ ব্লকের জেনকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাই মাদ্রাসায় ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ শিবিরে বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান, দাঁতন ২ ব্লকের বিডিও অভিরূপ ভট্টাচার্য, এজারুল হক প্রমুখ।

শোকজ তিন নেতাকে

সংবাদদাতা, রামনগর : বিধানসভা ভোটের আগে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে রামনগর ১ ও ২ ব্লকের ৩ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিকে শোকজ করল কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তমালতরু দাস মহাপাত্র, রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক বারিক, পদিমা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুশান্ত পাত্রকে শোকজ করা হয়। জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা বলেন, ওঁদের আচরণ দলীয় গঠনতন্ত্র, আদর্শ ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে হওয়ায় শৃঙ্খলারক্ষা এবং সংগঠনের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে শোকজ করা হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পেলে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দাঁতন ২ ব্লকের সাবড়া এমএসকে বুথ তৃণমূলের উদ্যোগে শতাধিক মানুষকে চারাগাছ ও শাড়ি বিলি করা হয় শুক্রবার। ছিলেন দাঁতন ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতিকার আলি, অঞ্চল সভাপতি মফিল আলি প্রমুখ

জঙ্গলমহলে তৃণমূলকে ২৫০ পার করার ডাক দেবাংশুর

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : আগামী বছর পুজোয় জঙ্গলমহল যেন বিরোধীশূন্য থাকে। পুরুলিয়ায় ৯টি বিধানসভা আসন থাকে তৃণমূলের দখলে। দলের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে জঙ্গলমহলের ৪টি ব্লক ঘুরে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। শুক্রবার তিনি বলরামপুর, বরাবাজার, বোরো ও বান্দোয়ানের বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দেন। সেখানেই স্পষ্ট করে দেন, বিজেপি হল একটা বগিহীন ট্রেন। ওদের সবাই ইঞ্জিন। তৃণমূলের ইঞ্জিন একটাই, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকি সবাই বগি। ফলে লাইনচ্যুত হওয়ার ভয় নেই। এদিন দেবাংশু আক্রমণ করেন গদ্দার অধিকারীকে। তিনি বলেন, উনি বিজেপিতে যাওয়ার পর থেকেই ওদের জনপ্রিয়তা কমেছে বলছে পরিসংখ্যান। আগামী নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যে কাঁচকলা পাবে। জঙ্গলমহলের বুকে দাঁড়িয়ে দেবাংশু যখন উন্নয়নের কথা বলেন, তখন জনতা হাততালি দিয়ে তাঁকে সমর্থন করেন। মঞ্চে ছিলেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, সহসভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, হংসেশ্বর মাহাত, সুমিতা সিং মল্ল প্রমুখ। পরে রাজীবলোচন বলেন, কোনও মিথ্যে নয়, যেসব তথ্য দেবাংশু দিয়েছেন, তা সত্যি। তাই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছেন। এদিন জঙ্গলমহলের চারটি সম্মিলনীতেই মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। জঙ্গলমহলে তৃণমূলকে আড়াইশো পার করার ডাক দেন দেবাংশু। বরাবাজারের দলীয় ব্লক সভাপতি বিশ্বজিৎ মাহাত নিজে ঘুরে ঘুরে পুরনো তৃণমূল কর্মীদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান।

■ পুরুলিয়ায় বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে দেবাংশু ভট্টাচার্য।

বামেদের কারাগার ভাঙতে দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন করেন আমাদের দিদি : মানস

সংবাদদাতা, তমলুক : সিপিএমের শাসন থেকে বাংলার মানুষকে রক্ষা করতে স্বাধীন ভারতে দ্বিতীয় পর্বের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক তৃণমূলের আয়োজনে বিজয়া সম্মিলনীতে একথা বলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। তাঁর কথায়, ৩৪ বছর ধরে বামেরা মানুষকে নির্যাতন করেছে। ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ খুন হয়েছেন। ৬৫ হাজার কারখানা বন্ধ করেছে। ২০১১ সালে গান্ধী আমাদের কাছে ছিলেন না। কিন্তু আমাদের দিদি, বোন, মায়ের মতো একজন নেত্রী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন জেগে ওঠো, উঠে দাঁড়াও। এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ। বামপন্থী কারাগার ভেঙে চুরমার করতে হবে। সেদিনের সেই নেত্রীর নামই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, তুমি মন্দিরে যাবে না মসজিদে যাবে এই বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এখানে হয় কী করে! এই স্বাধীন মাটির মানুষ ফের রুখে দাঁড়িয়ে বলবেন, এই দ্বিচারিতা এবং বিভেদমূলক রাজনীতি বিপ্লবের মাটিতে দাঁড়িয়ে করতে দেব না। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে সমস্ত নেতা-নেত্রীকে সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দেন মন্ত্রী। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী বিজেপির কাছে মাথা না নিচু করার কথা বলেন তিনি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বলেন, নিদারুণ কষ্টের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যকে পরিচালনা করছেন। ১ লক্ষ ৯৪ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেয়নি। কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের বেতন আমরা ১ তারিখেই দিই। একশো দিনের টাকা চার বছর দিল না। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে পুলিশের লাঠি খেয়েছেন তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীও বি আর আম্বেদকরের মূর্তির সামনে বসে অনশন করেছেন। তবুও টাকা দেয়নি ওরা। বিজেপির নেতারা এলাকায় বক্তৃতা করতে এলে তাঁদের জিজ্ঞেস করুন, বাংলাকে তোমরা কী দিয়েছ? দুর্যোগের সময়েও ওরা রাজনীতি করছে। দুর্যোগের সময় মানুষকে সেবা করতে হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী সোমবার ফের উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন। এদিন বৃষ্টি মাথায় করে বিজয়া সম্মিলনীতে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গীতা ভুঁইয়া, মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, জেলা সভাধিপতি ও বিধায়ক উত্তম বারিক, জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টি মাথায় বিজয়া সম্মিলনীতে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, গীতা ভুঁইয়া, সৌমেন মহাপাত্র, উত্তম বারিক প্রমুখ।

রূপনারায়ণে নদীবাঁধে ভাঙন, জল আটকাতে রাত জেগে টানা তদারকি চালালেন সেচমন্ত্রী

সংবাদদাতা, মহিষাদল : নদীবাঁধ ভেঙে রাতের ঘুম উড়ল গ্রামবাসীদের। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করে কোনওক্রমে রক্ষা পেলেন গ্রামের মানুষজন। খবর পেয়েই রাত জেগে জেলা প্রশাসনের সাহায্যে গোটা বিষয়ে তদারকি করলেন সেচমন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া। আতঙ্কিত না হয়ে প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখার আবেদন জানান মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার রাতে মহিষাদলের অমৃতবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ নং সংসদ এলাকার মান্নাপাড়া শহিদ বেদি সংলগ্ন এলাকায় নদীবাঁধে ভয়াবহ ভাঙন দেখা দেয়। প্রায় ১০ ফুট গভীরে চলে যায় নদীর পাড়। পাড় ভেঙে নদীগর্ভে চলে যায় পাশে থাকা ঢালাই রাস্তাও। নদীবাঁধে ভাঙনের আতঙ্কে একপ্রকার বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয় গ্রামবাসীদের। কারণ, নদীর জল থেকে বাঁচাতে আশপাশের প্রায় ১০-১৫টি গ্রামের ভরসা এই নদীবাঁধ। এক বছর আগেও ওই এলাকা থেকে ১০০ মিটার দূরে একইভাবে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। সেখানেও সেচ দফতর বাঁধ নির্মাণ করে। এবার তার কিছুটা দূরেই এভাবে নদীবাঁধে ভাঙনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষ। খবর পেয়েই ওই এলাকায় যান বিডিও বরুণাশিস সরকার-সহ ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররাও পৌঁছান এলাকায়। রাতে জোয়ার আসার আগেই গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ত্রিপল বিছিয়ে রিং বাঁধ তৈরি করে কোনওক্রমে জল আটকানো হয়। রাতে জোয়ারের জল গড়াতেই শুক্রবার সকাল থেকে ফের শুরু হয় বাঁধ তৈরির কাজ। দুপুরে এলাকা পরিদর্শনে যান জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। ছিলেন হলদিয়ার মহকুমা শাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় ও সেচকর্তারা। প্রতি বছর এভাবে নদীবাঁধ ভাঙন নিয়ে স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগে জেলাশাসক বলেন, বাঁধ নির্মাণের সময় স্থানীয় মানুষেরও পরামর্শ নেওয়া হবে। সেচ দফতরের এক্সপার্ট টিম গোটা কাজের তদারকি করছেন। এলাকাবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানাই।

■ মহিষাদলে নদীবাঁধ ভাঙায় রাত জেগে সেচ দফতর চালাল রিংবাঁধ তৈরির কাজ।

মন্ত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূলের বিক্ষোভ পাঞ্চেত বাঁধের প্রধান কার্যালয়ে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজ্যকে না জানিয়ে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ছে ডিভিসি। এই অভিযোগ বারবার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অভিযোগকে সামনে রেখে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ঝাড়খণ্ডের পাঞ্চেত বাঁধের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। ছিলেন জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, আসানসোলের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, মেয়র পারিষদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পুরুলিয়ার দলীয় সমর্থকরা বিক্ষোভে অংশ নেন। মন্ত্রী বলেন, মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ার আগে রাজ্যকে জানানোর কথা ডিভিসির আধিকারিকদের বারবার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, এই দুই জলাধার জল ছাড়লে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে বন্যা পরিস্থিতি হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ডিভিসি তা করে না। রাজ্যকে না জানিয়েই তারা জল ছেড়ে দেয়। দুর্গাপুজোর সময়ও জল ছাড়ার জন্যেই বাংলার বিরাট অংশ প্লাবিত হয়। তৃণমূলের তরফে ডিভিসির পাঞ্চেত জলাধারের কর্তাদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মন্ত্রী বলেন, ডিভিসির তরফে বলা হয়েছে, মাত্র ৪ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। কিন্তু কাল যে ৫০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? গত ৭ অক্টোবর তৃণমূলের তরফে মাইথনে একই দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু সেদিনই ৬০ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছিল। ফলে হুগলির খানাকুলের ৫টি গ্রাম ডুবে যায়। মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, আলোচনা করেই জল ছাড়তে হবে।

■ ডিভিসির পাঞ্চেত বাঁধের প্রধান কার্যালয়ে মন্ত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ।

হাতি তাড়াতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে মার খেল হুলা পার্টি, ধৃত ২

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সোনামুখীতে এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে হাতি নিয়ে যেতে গিয়ে হাতির গতিপথে বাধা দিল স্থানীয়রা। তাদের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে রক্তাক্ত হুলা পার্টির দুই সদস্য। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় দু'জন। বৃহস্পতিবার রাতে লোকালয় থেকে বুনো হাতি তাড়াতে গিয়ে স্থানীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হলেন সোনামুখীর হুলা পার্টির সদস্যরা। রাতে বনকর্মীরা হুলা পার্টিদের সঙ্গে নিয়ে সোনামুখী রেঞ্জের বাঁশকুল এলাকায় হাতি তাড়ানোর কাজে যান। জানা যায়, ওই সময় এলাকা থেকে দ্রুত হাতি তাড়ানোর দাবি তুললে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বনকর্মীদের বচসা বাধে। তখনই কয়েকজন বাসিন্দা হুলা পার্টির সদস্যদের উপর উপর চড়াও হয়ে তাঁদের মারধর করে বলে অভিযোগ। পাথরের আঘাতে সহদেব লোহার নামে হুলা পার্টির এক সদস্য গুরুতর জখম হন। তাঁকে সোনামুখী ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হুলা পার্টির আরেক আহত সদস্যকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ এলাকায় গেলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয় মিঠু মাণ্ডি ও চন্দ্র মাণ্ডি। দু'জনেরই বাড়ি বাঁশকুলে গ্রামে।

আগুনে পুড়ল ঘর

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের বেলিয়াতোড়ের কাচ্ছালা গ্রামে আশিস দণ্ডপাত ও নীলা দণ্ডপাতের মাটির ঘর আগুনে পুড়ে গেল। বাড়িতে গরু থাকায় মশার উৎপাত থেকে বাঁচতে প্রতিদিনের মতো ধোঁয়া দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার। খড় থাকায় আগুন লেগে ছড়িয়ে পড়ে ঘরজুড়ে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 October, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

ব্যবসায়ী সমিতি

■ আরআইসি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হল ৩৭তম বার্ষিক অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরপ্রধান অপর্ণা মৌলিক প্রমুখ।

শিশুদের উপহার

■ নাগরাকাটা ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা টন্ডু ও বামনডাঙা মডেল ভিলেজে ত্রাণ নিয়ে গেলেন জলপাইগুড়ি জেলা এবং নাগরাকাটা ও মেটেলি ব্লকের নেতা-কর্মীরা। নেতৃত্বে পলাশ সাধুখাঁ। শিক্ষকনেতা স্বপন বসাক বলেন এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শিশুমনে প্রভাব পড়বে। তাই তাদের স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে খাতা, কলম, রং পেন্সিল এবং দুধের প্যাকেট ও চকোলেট দেওয়া হল। ছিলেন লক্ষ্মী সাউ, গোবিন্দ পাল, অশোক বিশ্বকর্মা প্রমুখ।

খুলল চটকল

■ চাঁপদানির নর্থব্রুক চটকল গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ ছিল। সমস্যার সমাধানে শ্রম দফতরের উদ্যোগে তীর্থঙ্কর সেনগুপ্তর উপস্থিতিতে নব মহাকরণে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হল। ছিলেন বিধায়ক অনির্বাণ গুঁই, মিল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। আজ থেকেই চালু হয়ে গেল মিল। প্রায় ১৬০০ শ্রমিক-কর্মচারী রয়েছেন।

সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিপুল জয় পেল তৃণমূল

রায়গঞ্জ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রায়গঞ্জে সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিপুল জয় তৃণমূল কংগ্রেসের। প্রশাসনিক সূচি মেনে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জ পিপলস কোঅপারেটিভ সোসাইটির ভোট। সকাল থেকেই রায়গঞ্জের টেন ক্লাস গার্লস হাইস্কুল ও বীণাদেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে ভোট। সমিতির তরফ থেকে জানা গিয়েছে, মোট ৬২টি আসনের লড়াই। তার মধ্যে এদিন ৩১টি আসনের জন্য ৬৭ জন প্রার্থী লড়াই করলেন। ১৫৫৩ জন ভোটার ভোট দিলেন। আগেই ৩১ জন তৃণমূল প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন। এই নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই বিজয় মিছিলে শামিল হন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। সবুজ আবির মেখে বিজয় মিছিলে পা মেলান রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। শিবশঙ্কর রায়চৌধুরি, পম্পা সরকার, তপন নাগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিধানসভার নির্বাচনের আগে রায়গঞ্জে তৃণমূলের এই জয়ে মনোবল বাড়াল কর্মী-সমর্থকদের।

বিজয়া সম্মিলনীতে জয়ের শপথ

■ মঞ্চে উদয়ন গুহ, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, পরেশ অধিকারী, সঙ্গীতা রায়, হিতেন বর্মন প্রমুখ।

কোচবিহার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজয়া সম্মিলনীতে কোচবিহারে নয় আসনের সব আসনে জেতার শপথ নিল তৃণমূল। কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে এদিন ছিল দলের পঞ্চদশ বর্ধিত সভা। ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, বিধায়ক পরেশ অধিকারী, সঙ্গীতা রায়, প্রাক্তন বিধায়ক হিতেন বর্মন, অর্ঘ্য রায়প্রধান, গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, শুচিস্মিতা দেবশর্মা প্রমুখ। উদয়ন বলেন, পরীক্ষার আগে এখন কলমের কালি ভরে প্রস্তুতি নেওয়ার সময়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে যোগ্য জবাব দিতে তৃণমূল কর্মীদের সজাগভাবে এলাকায় থাকতে বলা হয়েছে। জগদীশ বলেন, কোচবিহারে ৯ আসনের সব আসনে জয়ী হতে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে কর্মীদের। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে বিজেপির বিধায়ক কাউকে দেখা যায়নি। পাশে ছিল তৃণমূল। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দলের সব কর্মসূচি শেষ করতে হবে। ফেব্রুয়ারিতে নতুনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বিজয়া সম্মিলনীগুলি ভালভাবে করতে হবে সব ব্লকে, অঞ্চলে। নয়ে নয় আসন জিততে হবে। সিতাইয়ের বিধায়ক সঙ্গীতা রায় বলেন, সব আসনে জিতবই আমরা। সেই আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে সব কর্মীদের।

২ জনকে ঘায়েল করে কাবু গন্ডার

■ গন্ডারের তাণ্ডব কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি এলাকায়। হামলায় আহত হয়েছেন দুই প্রবীণ ব্যক্তি। দু'জনেই কোচবিহারের দুটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নাম বিভা কর (৮৫), দিলীপ দাস (৬৫)। বিভার অবস্থা গুরুতর। খবর পেয়ে বনকর্মীরা গন্ডারটিকে কাবু করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নজরদারিতে

(প্রথম পাতার পর) পুলিশের তরফে কমিউনিটি কিচেনের দায়িত্বে রয়েছেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। এছাড়াও মিরিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ৪০০ পরিবারের হাতে জরুরি ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠিতে প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষের হাতে কম্বলও তুলে দেওয়া হয়েছে। বন্যায় প্রচুর মানুষের বহু নথিপত্র ভেসে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গতদের পাশে থেকে সেই নথিপত্র পুনরায় বানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মেনেই শুক্রবার থেকে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার-১, কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিশেষ শিবিরের আয়োজন শুরু হয়েছে। প্রথমদিন মোট ৭০০ জন মানুষ পুলিশের খাতায় তাঁদের জিডি লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। চা-বাগান এলাকায় বন্যার কবলে পড়া মানুষদের জন্য মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে এই শিবিরের আয়োজন করেছে জেলা পুলিশ। উত্তরবঙ্গের মানুষকে স্বাভাবিক জীবন ফেরাতে যাবতীয় কাজকর্ম কেমন চলছে, সব খতিয়ে দেখতে সোমবার ফের পাহাড়ে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোনালি বিবিরা ভারতীয়

(প্রথম পাতার পর) উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম। তাঁর প্রতিনিধি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সোনালি বিবিদের খবর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সামিরুল জানান, আমাদের লজ্জার বিষয়, সোনালি বিবিরা যে ভারতীয় তার প্রমাণ করল বাংলাদেশ। এই নির্দেশ নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই মুহূর্তে বড় খবর। বিজেপি যে বাংলা এবং বাঙালি-বিরোধী তা আর একবার প্রমাণিত করল এই রায়। এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট সোনালি বিবিদের ৪ সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফেরাতে সব ধরনের উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রকে।

দিল্লির পাইকর থানা এলাকায় সোনালি ও সুইটি বিবি, দুই শিশু-সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বাংলা বলায় বাংলাদেশি তকমা দিয়ে অসম সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। মামলা হয় হাইকোর্টে। হাইকোর্ট ৬ জনকেই দেশে ফেরাতে ৪ সপ্তাহ সময় দেয়। এরপরেই বাংলাদেশের আদালতে প্রমাণিত হয় এই ৬ জনের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে।

আমাদের লজ্জার বিষয়, সোনালি বিবিরা যে ভারতীয় তার প্রমাণ করল বাংলাদেশ। এই নির্দেশ নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই মুহূর্তে বড় খবর। বিজেপি যে বাংলা এবং বাঙালি-বিরোধী তা আর একবার প্রমাণিত করল এই রায়।

বিজয়া সম্মিলনীতে বিজেপির মুখোশ খুললেন মোশারফ

ইসলামপুর

সংবাদদাতা, ইসলামপুর : বাংলার মানুষ বিজেপির ধর্মের রাজনীতির চালাকি ধরে ফেলেছে। ধর্মের ব্যবসায়ী বিজেপি আসলে মডার্ন রামভক্ত। এরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভাঙার অশুভ শক্তি। এরা মিথ্যাচার করে বারে বারে জিততে চায়, ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিকে এরা ধর্মের বিভাজনে আলাদা করতে চায়। আগামীতে এই ধর্মের ব্যবসায়ীদের থেকে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। এরা শুধুই রক্ত আর লাশ নিয়ে খেলে। শুক্রবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে এভাবেই আক্রমণ করলেন ইটাহারের বিধায়ক তথা সভার প্রধান বক্তা মোশারফ হোসেন। ছিলেন জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, বিধায়ক মোশারফ হোসেন, ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন, যুব তৃণমূল সভাপতি কৌশিক গুন, জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা প্রমুখ। সম্মেলনে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মোশারফ আরও বলেন, বিজেপির অবৈধ টাকা নিয়ে মাইক্রোস্কোপিক দল কংগ্রেস ও সিপিএম ভোটের আগে যে সব এলাকায় তৃণমূলের জয় নিশ্চিত, সেখানে ভোট কাটতে চলে আসে।

বাংলা বিরোধী অসুরনিধন ছাব্বিশেই

(প্রথম পাতার পর) তুলোধোনা করেন অরূপ। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলাবিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে। ২০২৬-এই বাংলাবিরোধীদের এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না তৃণমূল কংগ্রেস। সবকিছু পিছনে সরিয়ে রেখে তৃণমূলের পাখির চোখ এখন একটাই, বাংলা-বিরোধী অসুরনিধন। এদিন অরূপ বিশ্বাস ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। শুক্রবার অসম পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল জুবিনের দীর্ঘদিনের নিরাপত্তারক্ষী নন্দেশ্বর বোরা ও পরেশ বৈশ্যকে গ্রেফতার করেছে। এই গ্রেফতার সংখ্যা দাঁড়াল ৭

তথ্য দিয়ে দেখালেন ডেরেক

মোদি জমানায় বেড়ে চলেছে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

নয়াদিল্লি: ভোট আসে ভোট যায়, কিন্তু পরিস্থিতির কোনও বদল হয় না। এর জলন্ত উদাহরণ দেশে বেকারত্ব। মূলত গত চার বছরে শিক্ষিত বেকারত্বের হার হু হু করে বেড়েছে মোদি সরকারের জামানায়। পরিস্থিতি শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে এবং হরিয়ানায়। কিন্তু মোদি-শাহ ডবল ইঞ্জিন সরকারের তা নিয়ে বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্যের শিক্ষিত বেকারের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজেপির চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। বেকারদের হারে নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে তুলোধোনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর তীব্র সমালোচনা, দেশে এসআইআর, দুর্নীতি, জাতপাতের সমীকরণ, পরিযায়ী উৎপীড়ন— সবকিছু নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। মোদি সরকারের জমানায় তরুণ প্রজন্মের জীবন ক্রমশই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। একাধিক সাধারণ মানুষের উদাহরণ তুলে ধরেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর ব্যাখ্যায়, বিটেক ডিগ্রিধারী হয়েও এক যুবক সম্মানজনক চাকরি পাননি। স্বল্প বেতনে জীবন ধারণের উপায় না পেয়ে বেশি রোজগারের লক্ষ্যে অগত্যা ক্যাব ড্রাইভারের কাজ করছেন।

বিজেপি শাসিত রাজস্থানে ১৮টি পিওনের শূন্যপদের চাকরিতে ১২০০০ পরীক্ষার্থী আবেদন করেছেন। এই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। ২০২৪ বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানায় বেকারত্বের ছবি অত্যন্ত শোচনীয়। ৪৬০০০ গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চুক্তিভিত্তিক শৌচাগার কর্মীর চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা, তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে কর্মী ছাঁটাই। প্রধানমন্ত্রী ইন্টারশিপ স্কিমে কোটি কোটি প্রার্থী, নেই কোনও সুরাহা। কেন্দ্রীয় সরকার বেকারত্বের হার ৪-৬ শতাংশ বলে দাবি করছে। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের সমীক্ষা কেন্দ্রের এই দাবি সর্বৈব ভুল বলে জানিয়েছে। তীব্র সমালোচনায় সরব তৃণমূলের রাজ্যসভা দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩ সালে ১২ হাজার বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মচারী এবং ১৪ হাজারেরও বেশি কর্মহীন ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। অর্থাৎ, ৩৪ জন বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মী এবং ৩৯ জন বেকার ভারতে প্রতিদিন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন বেকারত্বের অবসাদে আত্মহননের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

কর্মীবৈঠক হল, প্রতিনিধিদল ফেরার পর স্বাভাবিক ছন্দে ত্রিপুরা তৃণমূল

আগরতলা: ত্রিপুরা তৃণমূল রাজ্য সদর দফতরে বিজেপির গুন্ডাদের হামলার মুখে দলের প্রতিবাদের সুর বেঁধে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিপুরার রাজভবন, ডিজি অফিসে হামলার অভিযোগ ও দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে চিঠি পাঠান বাংলা থেকে যাওয়া প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল ফিরে যাওয়ার পরেই নতুনভাবে উজ্জীবিত ত্রিপুরা তৃণমূল কর্মীরা। শুক্রবার থেকেই স্বাভাবিক ছন্দে কাজ হয়েছে আগরতলার দলীয় কার্যালয়ে। এদিন দেখা গেল, আগের মতোই সেজে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস ভবন। শুরু হয়েছে কর্মী-সদস্যদের সাংগঠনিক ব্যস্ততা। অন্য জেলা থেকেও একাধিক কর্মী এসেছেন। কর্মীবৈঠকও অনুষ্ঠিত হয় এদিন। বিজেপির গুন্ডাদের খুলে দেওয়া দলের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিনিধিদলের

সদস্যরা। সোমবার রাতে আগরতলার বনমালীপুরে চিত্তরঞ্জন রোডে তৃণমূলের সদর কার্যালয়ে আচমকাই হামলা চালিয়েছিল বিজেপির শ'দুয়েক সশস্ত্র দুষ্কৃতী। ব্যাপক তাণ্ডব চালানো হয় খোদ বিজেপি বিধায়কের নেতৃত্বেই। নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল পুলিশ। তৃণমূল যুব তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি শান্তনু সাহার অভিযোগ, তাঁকে টার্গেট করেছিল বিজেপির গুন্ডারা। তাঁর হুঁশিয়ারি, এভাবে রোখা যাবে না তৃণমূলকে। বুধবার সকালেই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কলকাতা থেকে আগরতলায় পৌঁছে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ সদস্যের বিশেষ প্রতিনিধিদল। ছিলেন বাংলার মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, লোকসভার দুই সাংসদ সায়নী ঘোষ, প্রতিমা মণ্ডল এবং রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব, যুবনেতা সুদীপ রাহা। গেরুয়া তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত তৃণমূলের সদর কার্যালয়ে পৌঁছে খতিয়ে দেখেন সবকিছু। বৈঠক করেন দলের রাজ্য ও স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে। ডাক দেন বিজেপির গুন্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। সাংবাদিক বৈঠক করে নিন্দা করেন পুলিশ-প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার। পরে রাজ্য পুলিশ অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান। স্মারকলিপি দেন রাজ্যপালের উদ্দেশে। যদিও এখনও পর্যন্ত হামলাকারীদের একজনকেও গ্রেফতার করা হয়নি। প্রদেশ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু সাহা জানিয়েছেন, তাঁরা নিয়মিত অফিসে আসছেন। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকও করছেন। কোনও সমস্যা হচ্ছে না। প্রতিনিধিদল আসাতে তাঁরা খুশি। দলীয় কর্মীদের মনোবল বেড়েছে। রাজ্যে সাংগঠনিকভাবে দলকে শক্তিশালী করাই তাঁদের লক্ষ্য।

অযোধ্যায় বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ দোতলা বাড়ি, নিহত অন্তত পাঁচ

প্রতিবেদন : বাড়ির মধ্যে আচমকাই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ। নিমেষে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল আস্ত দোতলা বাড়ি। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৩ শিশু-সহ অন্তত ৫ জনের। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা পাগলামারি গ্রামের ঘটনা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার অথবা প্রেসার কুকার থেকেই বিস্ফোরণ। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও বেশ কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি। বাড়ির ধ্বংসাবশেষের নিচে আরও অনেকে চাপা পড়ে রয়েছেন বলেও আশঙ্কা। একদিন আগেই কানপুরে একটি দোকানে বিস্ফোরণ

ঘটে। এবার বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে যোগীরাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে। অযোধ্যায় এই বাড়িটিতে বিস্ফোরণের প্রতিঘাতে কেঁপে ওঠে আশপাশের কয়েকটি বাড়ি। ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, দেওয়ালির আগে মজুত করা বাজি থেকেই বোধহয় এই বিস্ফোরণ। পরে পুলিশ ও দমকলের বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। তাঁদের ধারণা, বিস্ফোরণের নেপথ্যে গ্যাস সিলিন্ডার কিংবা প্রেসারকুকার। অন্যান্য সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

গুলি চালিয়ে অপহরণ করা হল অন্তঃসত্ত্বাকে

ভোপাল: ৯ মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে অপহরণ করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ২৫ কিলোমিটার হাঁটাল অপহরণকারীরা। ফলে পায়ে গুরুতর চোট লাগে অঞ্জু নামে ওই মহিলার। পরে পুলিশ আসার খবর পেয়ে জঙ্গলেই তাঁকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অপহরণকারীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপির মধ্যপ্রদেশের গুর্জগ্রামে। জানা গিয়েছে বুধবার যোগেন্দ্র গুজ্জর ও তাঁর দলবল অঞ্জুর বাড়িতে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে অপহরণ করে তাঁকে। মারধর করা হয় অঞ্জুর শাশুড়ি, শ্বশুর, বাড়ির অন্যান্য লোকেদের।

আকাশে জীবনসংকট, জরুরি অবতরণ

রায়পুর : আকাশপথেই জীবনসংকট দুই যাত্রীর। একই দিনে জরুরি অবতরণ করল দুটি বিমান। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গাপুর থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে উড়ে ছিল ইন্ডিগোর একটি বিমান। কিন্তু আচমকাই মাঝ আকাশে অসুস্থবোধ করেন বর্ধমানের বাসিন্দা গৌতম বাউড়ি। ক্যানসারে আক্রান্ত ২৪ বছরের গৌতমকে বাঁচাতে রায়পুরে বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। এদিকে এক যাত্রীর বুকে ব্যথা ওঠায় ওইদিনই বেঙ্গালুরু থেকে গুয়াহাটিগামী একটি বিমান জরুরি অবতরণ করে ভুবনেশ্বরে।

শ্মশানেই কেক কেটে মেয়ের জন্মদিন

ছত্তিশগড়: শ্মশানে তখন নিঃসীম নীরবতা। দাহ করার অপেক্ষায় দুর্ঘটনায় নিহত মা-মেয়ের দেহ। নীরবতা ভেঙে আচমকাই শোনা গেল—হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ। ১০ বছরের মেয়ে আদ্রিতির শেষ জন্মদিন পালন করলেন বাবা ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য। কাটলেন কেকও। স্থানীয় বাসিন্দারাই নিজেদের উদ্যোগে শ্মশানে কলকাতার বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎবাবুর ছোট মেয়ের জন্মদিন পালনের যাবতীয় আয়োজন করেছিলেন। হাজির হয়েছিলেন কেক, বেলুন আর ফুল নিয়ে। চোখের জলে তাঁরাও গলা মিলিয়েছেন জন্মদিনের গানে। মর্মস্পর্শী এই বিরল মুহূর্তের সাক্ষী হল ছত্তিশগড়ের মহাশ্মশান। কলকাতা থেকে ছত্তিশগড়ে বেড়াতে গিয়ে গত ৫ অক্টোবর ছত্তিশগড়ের ছিলপি ভ্যালির কাছে কাওয়ারধা-জবলপুর এক্সপ্রেসওয়েতে একটি লরির সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারান ইন্দ্রজিৎবাবুর স্ত্রী, ছোট মেয়ে আদ্রিতি-সহ মোট ৫ জন। গুরুতর জখম অদ্রিতির দিদিও। দুর্ঘটনার সময় কলকাতায় ছিলেন ইন্দ্রজিৎবাবু। খবর পেয়েই ছুটে যান ইন্দ্রজিৎবাবু। ৭ অক্টোবর ছত্তিশগড়ের হাসপাতালে শনাক্ত করেন স্ত্রী এবং ছোট মেয়ের দেহ। সেখান থেকে দু'জনকে নিয়ে শ্মশানে। সেদিনই ছিল আদ্রিতির ১০ বছরের জন্মদিন। সে বলত, জন্মদিনে যেন সবসময় বাবা পাশে থাকে তার। আদ্রিতির চিরবিদায়ের আগের মুহূর্তে তার সেই আবদারই রাখলেন বাবা। অচেনা কাওয়ারধায় পাশে পেলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের। ভাইরালও হয়েছে সেই ছবি। এখন ইন্দ্রজিৎবাবুর একমাত্র লক্ষ্য, বড় মেয়েকে সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বাংলার অনুকরণে স্ট্যালিন

প্রতিবেদন: বাংলার অনুকরণে এবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনও। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান নকল করল বন্ধুরাজ্য তামিলনাড়ুও। আজ ১১ অক্টোবর থেকে দক্ষিণের এই রাজ্যে শুরু হচ্ছে 'নাম্মা উরু, নাম্মা আরাসু'। গ্রামস্তর থেকে জেলাশাসকরা মানুষের দাবি শুনবেন। সমস্যা শুনে সমাধান করা হবে। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছেন। সেই পথে চলছে তামিলনাড়ু। এর আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেরও প্রকল্প চালু করেছে বিজেপি রাজ্য। দুর্গাপুজো কার্নিভাল করছে ত্রিপুরা। প্রমাণ হল বাংলা আজ যা ভাবে, কাল তা ভাবে দেশ।

স্পষ্ট জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত

সারোগেসিতে প্রাধান্য মানবিকতায়

নয়াদিল্লি: সারোগেসির ক্ষেত্রে আইন নয়, মানবিকতার দিকটিই বড় বলে মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার এক ঐতিহাসিক রায়ে আদালত জানায়, ২০২১ সালের সারোগেসি (রেগুলেশন) আইনের বয়সসীমা প্রযোজ্য হবে না সেইসব দম্পতিদের ক্ষেত্রে, যাঁরা নতুন আইন কার্যকর হওয়ার আগেই সারোগেসি প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বিচারপতি বিভি নাগারত্না ও কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানাল, কোনও আইন অতীতে ফিরে গিয়ে কারও অধিকার কেড়ে নিতে পারে না, যদি না তাতে স্পষ্টভাবে তা বলা থাকে। বিচারপতিরা বলেন, সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান লাভের অধিকার জীবনের অধিকার, যা সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত। ২০২২ সালের ২৫ জানুয়ারি কার্যকর হওয়া নতুন আইনে মহিলাদের জন্য বয়সসীমা ২৩-৫০ এবং পুরুষদের জন্য ২৬-৫৫ নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনটি দম্পতি আদালতে জানান, তাঁরা আগেই ভ্রূণ সংরক্ষণ করেছিলেন, অথচ নতুন নিয়মে সমস্যায় পড়েন তাঁরা।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বলিউডে শোকের ছায়া। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪১ বছরেই চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন প্রফেশনাল বডিবিল্ডার ও অভিনেতা বরিন্দর সিং ঘুমন। তিনি 'টাইগার-৩' সিনেমায় সলমন খানের সহ-অভিনেতা হিসাবে প্রশংসিত হন

ট্রাম্পের দাবিকে পাত্তাই দিল না নোবেল কমিটি

মার্কিন শাসকের আশায় জল ঢেলে শান্তি পুরস্কার ভেনেজুয়েলার লড়াকু নেত্রীকে

অসলো : ইনিয়ে-বিনিয়ে আবেদন আর হম্বিতম্বিই সার! দুদিন আগেও সাতখানা শান্তির নোবেল পেতে পারেন বলে যিনি গলা ফাটাচ্ছিলেন, সেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবিকে পাত্তাই দিল না নরওয়ের নোবেল পুরস্কার কমিটি। পাকিস্তান সরকারের মতো যেসব তাঁবেদার ট্রাম্পের শান্তি পুরস্কারের আশায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশস্তি গাইছিল, তারাও হতাশ। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাগাড়ম্বর আগ্রাহ্য করে ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণায় চমক দিল নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটি। পাশাপাশি বুঝিয়ে দিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজেকে শান্তির দূত হিসাবে জাহির করে যেসব দাবি করছেন তার মধ্যে নিখাদ রাজনৈতিক ধান্দার বাইরে মহৎ উদ্দেশ্য ও সততা নেই। নোবেল কমিটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের আত্মপ্রশস্তির পরোয়া করে না। তাই কাজের নিরিখে এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো।

যেভাবে গত কয়েকদিন ধরে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য লালায়িত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করছিলেন ট্রাম্প, তাতে এ বছরের শান্তির নোবেল প্রাপকের নাম ঘোষণা নিয়ে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয় গোটা বিশ্বে। এমনকি পুরস্কার পাওয়ার আশায় পহেলগাঁও পরবর্তী ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ থামানোর মিথ্যা দাবিও করে চলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আর এই ইস্যুতে ট্রাম্পকে নোবেল দেওয়া উচিত বলে আগবাড়িয়ে সওয়াল করেছিল সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানও। পাশাপাশি ট্রাম্প নিজেই নিজেকে এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য দাবিদার হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি দাবি করেন, সাতটা যুদ্ধ থামিয়েছি, এরপরও আমি নোবেল না পেলে আর কে পাবে! কিন্তু

'আমি অভিভূত, সম্মানিত। নোবেল শান্তি পুরস্কার ভেনেজুয়েলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে গণতন্ত্র, সুবিচার ও শান্তির পথে অনুপ্রেরণা দেবে।'
মারিয়া করিনা মাচাদো

শেষ পর্যন্ত নোবেল কমিটি বেছে নিল ভেনেজুয়েলার এক লড়াকু মহিলাকেই।

অসলোতে নোবেল কমিটি মারিয়া করিনা মাচাদোর ভূমিকা উল্লেখ করে বলেছে, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই করে আসছেন এই লড়াকু নারী। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে তাঁর নিরলস সংগ্রামের জন্যই তিনি এই সম্মান পেলেন। নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস ঘোষণা করেন, মারিয়া করিনা মাচাদো লাতিন আমেরিকায় সাম্প্রতিক সময়ে অন্যতম সাহসী নাগরিক আন্দোলনের প্রতীক। বুলেট নয়, ব্যালটের শক্তিতে লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছেন এই রাজনৈতিক নেত্রী। এই প্রসঙ্গে মাচাদোর এক বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে ফ্রিডনেস বলেন— বন্দুক নয়, ভোটই তাঁর হাতিয়ার। বছরের পর বছর তিনি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আওয়াজ তুলেছেন। শাসক দলের চাপে তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে, কিন্তু লড়াই থেকে বিরত হননি। আর তাই বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাশালী মার্কিন প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক দাবিকে অগ্রাহ্য করে নোবেল কমিটি বুঝিয়ে দিয়েছে, শান্তির পুরস্কার পাওয়ার জন্য কেবল কূটনৈতিক ঘোষণাই যথেষ্ট নয়, পুরস্কারের যোগ্য হিসাবে নাগরিক অধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার বাস্তবমুখী লড়াইকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আলফ্রেড নোবেলের আদর্শ উল্লেখ করে নরওয়েতে পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান বলেছেন, সাহস ও সততাই এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য। অর্থাৎ ট্রাম্পের বাগাড়ম্বরের মধ্যে যে এই দুই মানদণ্ডেরই ঘাটতি রয়েছে পরোক্ষে তাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোবেল কমিটি মাচাদোকে 'আলোর পথযাত্রী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। বলেছে, তিনি ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্রের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন অন্ধকারের মাঝেও। শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার শুধু ব্যক্তি মারিয়া করিনা মাচাদোর নয়, এটি সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রতি প্রান্তে অহিংস নাগরিক আন্দোলনের জয়ের স্বীকৃতি।

গাজায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ

শাহবাজ ও মুনিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভে উত্তাল হল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ: বধ্যভূমি গাজা। সেখানে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। ক্ষুধার্ত নাগরিকদের কাছে ত্রাণ নিয়ে যেতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গাজার হত্যাকাণ্ডের নিন্দা না করে ইজরায়েলের বন্ধু দেশ আমেরিকার সঙ্গে সখ্য বাড়াচ্ছে পাকিস্তান সরকার ও সেনা। গাজা ইস্যুতে পাক সরকার ও সেনার নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে এবার ক্ষোভে উত্তাল হল পাকিস্তান। সেদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দল তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি)-এর কয়েক লক্ষ সমর্থক শুক্রবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ইসলামাবাদ এবং রাওয়ালপিন্ডির রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানালেন। পাশাপাশি শাহবাজ শরিফ সরকারের বিরুদ্ধেও অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মার্কিন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর 'হাতের পুতুল' হয়ে গিয়েছে পাকিস্তান সরকার এবং পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির।

শুক্রবার সকাল থেকে দেশের রাজধানী ইসলামাবাদ এবং পাকিস্তানের আরেক শহর রাওয়ালপিন্ডির রাস্তায় কয়েক লক্ষ টিএলপি সমর্থক প্রতিবাদ মিছিলে নামে। এর ফলে পুরো স্তব্ধ হয়ে যায় দুই শহর। ইসলামাবাদে কয়েক হাজার সমর্থক মার্কিন দূতাবাস ঘেরাওয়ের চেষ্টা করে। টিএলপি-র সমর্থকেরা দূতাবাস ঘেরাওয়ের চেষ্টা করতেই নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে শুরু হয় সংঘর্ষ। দু'পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি সামলাতে ইসলামবাদের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলি বন্ধ করে দেয় প্রশাসন।

পাক সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, লাহোরেও টিএলপি সমর্থকেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেই সময় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অনেকে। ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি এবং লাহোর বিক্ষোভ-মিছিলের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। একাধিক টিএলপি নেতা-সহ প্রায় ৩০০ বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়। দেশের অন্য প্রান্তেও বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়ায় পাকিস্তানের দুই শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন্টারনেট পরিবেষা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা কেন্দ্রকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরকে কবে রাজ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ কেন্দ্রকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া জানানোর নির্দেশ দিয়েছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যুক্তি দেন, জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ওই অঞ্চলে অগ্রগতি হলেও পহেলগাঁওয়ের মতো সন্ত্রাসবাদী হামলার

ঘটন-সহ সমস্ত দিক বিবেচনা করে রাজ্য-মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাঁর আশ্বাস, জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা সাময়িক এবং রাজ্য মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা হবে।

কাবুলে দূতাবাস ফের খুলবে ভারত

নয়াদিল্লি: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের তুরুপের তাস আফগানিস্তান। তাঁদের দেশের মাটিতে ভারত বিরোধী কোনও কাজ পাকিস্তানকে চালাতে দেওয়া হবে না বলে দিল্লিকে আশ্বাস দিয়েছেন আফগান বিদেশমন্ত্রী। এই বার্তার পরেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তালিবান-শাসিত আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকিকে জানিয়ে দেন যে, ভারত কাবুলে তার দূতাবাস পুনরায় চালু করবে। শুক্রবার দিল্লিতে ভারত সফররত আফগান বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় জয়শঙ্কর বলেন, এই সফর ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আফগান জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তাদের উন্নয়নে ভারতের গভীর আগ্রহ রয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব, যার মাধ্যমে আফগানিস্তানে বহু ভারতীয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নবায়ন করা হচ্ছে। জয়শঙ্কর আরও বলেন, পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতের নিরাপত্তার উদ্বেগের প্রতি তালিবান সরকারের সংবেদনশীলতাকে আমরা প্রশংসা করি। আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি ভারত সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মুত্তাকি ৯ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন নিয়ে ভারতে এসেছেন।

গার্গী রায়চৌধুরী শুরু করলেন নতুন নাট্য প্রযোজনা সংস্থা ‘থিয়েটার প্লাস’। প্রথম প্রযোজনা ‘তারা সুন্দরী’। নিজেই অভিনয় করবেন এই একক নাটকে। সূত্র, সম্পাদনা, উপদেষ্টা ব্রাত্য বসু। ১ এবং ২ নভেম্বর মঞ্চস্থ হবে জিডি বিড়লা সভাঘরে

চর্চায় সিরিজ এবং সিরিয়াল

উৎসবের মরশুমে মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিরিজ ‘যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে’ এবং মেগা সিরিয়াল ‘ও মোর দরদিয়া’। দুটিই রয়েছে চর্চায়। লাভ করেছে দর্শকপ্রিয়তা। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আড্ডা টাইমসে মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিরিজ ‘ফেলুদা ফেরত সিজন টু’। সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি অবলম্বনে ‘যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে’। পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। পাহাড়ের বুকে রহস্যের উন্মোচনে নেমেছেন ফেলুদা। সঙ্গে তোপসে আর জটায়ু। এই ত্রয়ীর অভিযান বরাবরের মতোই মন কেড়েছে দর্শকদের। কারণ বাঙালির কাছে ফেলুদা এভারগ্রিন। কখনও পুরনো হয় না।

ফেলুদার চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন টোটা রায়চৌধুরী। এর আগেও তিনি এই চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। পর্দায় তাঁর উপস্থিতি, তাকানো, বাংলা ও ইংরেজি উচ্চারণ, হাঁটা, ধারালো দৃষ্টি— সব মিলে যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্র। স্বভাবে, ম্যানারিজমে, সংলাপে, চেহারায় পুরোপুরি ফেলুদা হয়ে উঠেছেন।

জটায়ু চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। তিনিও ফাটিয়ে দিয়েছেন। তোপসে চরিত্রে কল্পন মিত্র আগের তুলনায় অনেকটাই ভাল। ধীরে ধীরে মানিয়ে নিচ্ছেন। সবথেকে বড় কথা, এই গল্পে আছে মগনলাল মেঘরাজ। চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয় দক্ষতা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। এবারেও কামাল করেছেন। অগ্রজদের অনুকরণ বা অনুসরণে না গিয়ে চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন নিজের মতো করে। ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন দর্শকমনে।

টানটান ছয় এপিসোডের সিরিজ। রীতিমতো জমজমাট। গল্পের প্রেক্ষাপট কাঠমান্ডু। সময়ের দাবি মেনে সামান্য বদল ঘটানো হয়েছে। মোবাইল, ফেসবুক, ইন্টারনেটের ব্যবহার এসেছে। তবে কোথাও আরোপিত মনে হয়নি। সমস্তকিছু এসেছে যুক্তিপূর্ণভাবে।

২০২০ সালে ‘ফেলুদা ফেরত’ দিয়েই ফেলুদাকে নিয়ে পরিচালনা শুরু করেন সৃজিত। গত ডিসেম্বরেই মুক্তি পেয়েছে তাঁর পরিচালনায় ‘ভূস্বর্গ ভয়ংকর’। সেইসময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, সেই সিরিজই ফেলুদাকে নিয়ে তাঁর পরিচালনায় শেষ সিরিজ। সেখান থেকে ফের ফেলুদাকে নিয়ে তাঁর নতুন সিরিজ আসায় প্রশ্ন উঠলে বলা যায়, সৃজিতের এই ‘যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে’ প্রায় ছয় বছর আগে তৈরি। যার মুক্তি আটকে ছিল দীর্ঘদিন, নানা জটিলতায়।

কাঠমান্ডুর পথেঘাটে রহস্যের সমাধানে নেমেছেন ফেলুদা ও তাঁর টিম। সৃজিতও ঘোষণা করেছেন ফেলুদা নিয়ে আর সিরিজ নয়। তাহলে তিনি কি ফেলুদার গল্প নিয়ে ছবি তৈরির কথা ভাবছেন? সেটা হলে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আশা করা যায়, অনুমতি তিনি ঠিকই পেয়ে যাবেন।

ও মোর দরদিয়া

দর্শকদের কাছে ‘বাহামণি’ নামেই পরিচিত রণিতা দাস। ‘ইষ্টি কুটুম’ সিরিয়াল তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। মাঝপথেই সরতে হয় বাহার চরিত্র থেকে। এরপর দীর্ঘ এক দশক কেটে গিয়েছে। ছোটপর্দায় আর দেখা যায়নি তাঁকে। মাঝে ওয়েব সিরিজ-সিনেমায় কাজ করেছেন। তবে সিরিয়ালে তাঁকে দেখার জন্য উদগ্রীব ছিলেন দর্শকেরা। সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দশ বছর পর, ৭ অক্টোবর ছোটপর্দায় কামব্যাক করলেন। স্টার জলসার ‘ও মোর দরদিয়া’ মেগা সিরিয়ালের মাধ্যমে। সম্প্রচারিত হয়েছে কয়েকটি পর্ব।

নিম্নবিত্ত ঘরের গৃহবধূর চরিত্রে অভিনয় করছেন রণিতা। দেখানো হয়েছে, তিনি গর্ভবতী। পুজোর দিন তাঁদের বাড়িতে তাঁর স্বামীর খোঁজে হানা দেয় কয়েকজন লোক। স্বামীর খোঁজ করতে গিয়ে ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন, তাঁর স্বামী সব কিছু গুছিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি আটছেন।

তাঁর স্বামী একজন অসৎ ব্যক্তি। বাড়িতে গর্ভবতী স্ত্রীকে রেখেই পালিয়ে যান। ঠিক সেই সময় প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে রণিতা রাস্তায় এসে পড়েন। চারিদিকে তখন উৎসবের আবহ। আলোর গেট, ঢাকের শব্দ, সকলের ঠোঁটে লেগে আনন্দের হাসি। এত আনন্দ আয়োজনের মধ্যে তাঁর শরীরের অবস্থা দ্রুত খারাপ হয়ে পড়ে। শেষে একটা গাড়ির সামনে হঠাৎ পড়ে যান। জ্ঞান হারান। যখন জ্ঞান ফেরে, তখন তিনি হাসপাতালের বেডে। কোলে সদ্যোজাত। কিন্তু এই পর্যন্ত কেমন করে এসে পৌঁছলেন? জানতে পারেন, এক ব্যক্তি তাঁকে নিয়ে এসেছেন। এই সহৃদয় ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ঘোষ। স্বামীর চরিত্রে ফাহিম মির্জা। তনুকা চট্টোপাধ্যায় এবং সোমাশ্রী ভট্টাচার্য আছেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে।

সুরিন্দর ফিল্মসের ‘ও মোর দরদিয়া’ পরিচালনা করছেন রাজীব বিশ্বাস। দর্শকেরা খুশি রণিতার কামব্যাকে। এপিসোডগুলো তাঁদের ভাল লেগেছে। সবে তো শুরু। বাহামণির লড়াই দেখেছেন সবাই। এবার দেখতে শুরু করেছেন বাণীর লড়াই। এ যেন এক বাঘিনির লড়াই। হার মানার প্রশ্নই ওঠে না।

মাঠে ময়দানে
11 October, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুলওয়ামা-কাণ্ডে নিহতের পুত্র রাহুল সোরেং হরিয়ানার অনূর্ধ্ব ১৯ দলে নির্বাচিত হলেন। অভিনন্দন শেহবাগের

নেতা শার্দূল, বাদ সূর্য

■ **মুম্বই :** মুম্বইয়ের নেতৃত্ব হারালেন অজিঙ্ক রাহানে। ভারতীয় অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর আসন্ন রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইকে নেতৃত্ব দেবেন। তবে তাঁদের দলে সব থেকে বড় চমক হল সূর্যকুমার যাদবের বাদ পড়া। এর অর্থ, দেশের টি-২০ অধিনায়ককে আর সাদা বলের ক্রিকেটে ভাবছেন না মুম্বই নির্বাচকরা। নেতৃত্ব হারালেও জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের জন্য ঘোষিত মুম্বই দলে রয়েছেন রাহানে। রয়েছেন সরফরাজ খানও। শুক্রবার ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে। দলে জায়গা পেয়েছেন অলরাউন্ডার শিবম দুবে, তরুণ ব্যাটার মুশির খানও। গত বছর গাড়ি দুর্ঘটনায় চোটের কবলে পড়ে রঞ্জি ট্রফির বেশিরভাগ ম্যাচই খেলতে পারেননি মুশির। মুম্বই ও চেন্নাই সুপার কিংসের তরুণ ওপেনার আয়ুষ মাত্রে রয়েছেন স্কোয়াডে। রঞ্জির ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল মুম্বই। গত মরশুমের ব্যর্থতা ভুলে এবার ভাল শুরু চান শার্দূলেরা।

রঞ্জি দলের নেতা পন্থই

■ **দিল্লি :** রঞ্জি ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ২৪ সদস্যের দিল্লি স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ডিডিসিএ। দল ঘোষণার আগেই খবর ছড়িয়ে পড়ে, ঋষভ পন্থকে অধিনায়ক করা হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার ফাঁকে যিনি দু'একটি রঞ্জি ম্যাচ খেলবেন, তাঁকে কেন নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে? তবে প্রথম দুই ম্যাচের দলে পন্থ নেই। কারণ, তিনি এখনও চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ ফিট নন। নেতৃত্বে আয়ুষ বাদোনি। কিন্তু দুই বা তিন ম্যাচ পর পন্থ ফিরলে তিনিই দিল্লিকে নেতৃত্ব দেবেন বলে ডিডিসিএ বিবৃতিতে জানিয়েছে। চোট থেকে প্রায় মুক্ত ভারতের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার। সব ঠিকঠাক চললে হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচেই খেলতে পারেন তিনি। নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজের কথা মাথায় রেখে একটি বা দু'টি রঞ্জি ম্যাচে নিজের ফর্ম ও ফিটনেস যাচাই করে নিতে চান পন্থ।
নীতীশ রানার অন্তর্ভুক্তি নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। দুই মরশুম আগে দিল্লি ছেড়েছিলেন নীতীশ। এদিকে, কেরলের রঞ্জি দলে ফেরানো হয়েছে সঞ্জু সামসনকে।

লম্বা টুর্নামেন্ট, আশা করি রিচা আরও রান করবে

হারের দায় নিলেন হরমনপ্রীত

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : আমরা দায়িত্ব নিইনি। হারের দায় এভাবেই নিজেদের ঘাড়ে নিলেন হরমনপ্রীত কৌর। নিজেদের বলতে তিনি টপ অর্ডার ব্যাটারদের বুঝিয়েছেন। যার মধ্যে অধিনায়ক নিজেও পড়েন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে তিন উইকেট হেরেছে ভারত। রিচা ঘোষ ৭৭ বলে ৯৪ রান না করলে হারের ব্যবধান বাড়ত। একসময় ভারত ১০২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বসেছিল। সেখান থেকে ২৫১ রান তুলেও হরমনপ্রীতরা ম্যাচ হেরে গিয়েছেন। খেলার পর অধিনায়ক বলেন, আমাদের অনেক কিছু ঠিক করতে হবে। সবার আগে বড় রান তুলতে হবে। এটা বড় টুর্নামেন্ট। আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। আর আমাদের পজিটিভ ভাবনা নিয়ে এগোতে হবে।

হরমনপ্রীত এরপর বলেছেন, কঠিন ম্যাচ ছিল এটা। আমরা দুটো দলই ভাল খেলেছি। আমাদের ব্যাটিং একসময় ভেঙে পড়লেও আমরা

আড়াইশো রান তুলেছি। ওদের ট্রিয়ন আর ডি ক্লার্ক ভাল ব্যাট করেছে। ওরা দেখিয়েছে এটা ভাল উইকেট ছিল। এই জয় ওদের প্রাপ্য ছিল। এরপর রিচার প্রশংসা করে তিনি বলেন, রিচা অসাধারণ খেলেছে। ওর লম্বা শট দেখতে খুব ভাল লাগছিল। ও বড় রান করার ক্ষমতা রাখে। আশা করি রিচা এভাবেই খেলে যাবে।

শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানকে অনায়াসে হারিয়ে মেয়েদের বিশ্বকাপে ভারত বিশাখাপত্তনমে প্রথম হাতের সম্মুখীন হল। তাদের এখন ৪ পয়েন্ট। দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম ম্যাচে ১০ উইকেটে হারের পর নিউজিল্যান্ড ও ভারতকে হারিয়েছে। ফলে হার-জিতের প্রশ্নে তারা এখন হরমনপ্রীতদের সমান। কিন্তু এখানেই হরমনপ্রীতদের রবিবার শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে হবে। তারপর ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ফলে রিচাদের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

নিউজিল্যান্ডের সহজ জয়

গুয়াহাটি, ১০ অক্টোবর : মেয়েদের বিশ্বকাপে শুক্রবার নিউজিল্যান্ড ১০০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশকে। বড় রান তাড়া করতে গিয়ে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১২৭ রানে। তাদের ইনিংসে ফাহিমা খাতুন সব থেকে বেশি ৩৪ রান করেছেন। এছাড়া রাবেয়া খানের অবদান ২৫ রান। এদিন আগে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড তুলেছিল ২২৭/৯। সোফি ডিভাইন ৬৩ ও ব্রুক হলিডে ৬৯ রান করেছেন। ৪৮ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়েও নিউজিল্যান্ড শেষপর্যন্ত এই রান করেছে। অন্য ব্যাটারদের মধ্যে সুজি বেটস ২৯, ম্যাডি গ্রিন ২৫ রান করেন। বাংলাদেশ বোলারদের মধ্যে রাবেয়া ৩০ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। নিউজিল্যান্ড বোলারদের মধ্যে জেস কের ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। সমসংখ্যক উইকেট নেন লিয়া তাহুহু। ২টি উইকেট মাইরের।

কেনকে ছাড়াই জয় ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ১০ অক্টোবর : বিশ্বকাপের ইউরোপীয় যোগ্যতা অর্জন পর্বে বড় জয় পেল নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক এবং অস্ট্রিয়া। ফিফা ফ্রেন্ডলিতে হ্যারি কেন ও জুড বেলিংহ্যামকে ছাড়াই ওয়েলসের বিরুদ্ধে জিতল ইংল্যান্ড। দুরন্ত গোলে রেকর্ড বুকায়ো সাকার। মাল্টার মাঠে গিয়ে ৪-০ গোলে জিতে বিশ্বকাপের দিকে পা বাড়াল নেদারল্যান্ডস। অন্য ম্যাচে সর্বনিম্ন র‍্যা ঙ্কিংয়ে থাকা সান মারিনোকে দশ গোলের সুনামিতে ভাসাল অস্ট্রিয়া।

বাছাইপর্বের ম্যাচে মাল্টার বিরুদ্ধে ডাচদের বড় জয়ে জোড়া গোল কোডি গাকপোর। দুই অর্ধে লিভারপুল তারকার দু'টি গোলই পেনাল্টিতে। ১২ ও ৪৮ মিনিটে দু'টি গোল গাকপোর। তৃতীয় গোলটি করেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তিজানি রিনডার্স। চতুর্থ গোলটি মেম্ফিস ডিপের। বেলারুশে গিয়ে ডেনমার্ক ৬-০ গোলে জিতেছে। নাপোলির স্ট্রাইকার রাসমাস হোইলুন্দ জোড়া গোল করেন।

বিধ্বংসী ফর্মে অস্ট্রিয়াও। বাছাইপর্বে টানা পঞ্চম ম্যাচ জয়ের পথে তারা সান মারিনোকে ১০-০ গোলে দুরমুশ করল। অস্ট্রিয়ান তারকা স্ট্রাইকার মার্কো আরনতোভিচ চার গোল করে দলের জয়ের নায়ক। এদিনের পর স্টোক সিটি, ইন্টার মিলানের প্রাক্তন তারকা দেশের জার্সিতে রেকর্ড গোলদাতা হয়ে গেলেন। অস্ট্রিয়ার হয়ে ১২৮ ম্যাচে ৪৫ গোল আরনতোভিচের নামে পাশে। বাছাইপর্বে আগামী সপ্তাহে লাটভিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে বৃহস্পতিবার ওয়েলসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ৩-০ গোলে দাপুটে জয় ইংল্যান্ডের। তিন গোলদাতা মর্গ্যান রজার্স, অলি ওয়াটকিনস ও বুকায়ো সাকা। দুরন্ত গোলে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ গোলদাতা সাকা।

১২ বছর পর বিশ্বকাপে আলজেরিয়া

ম্যাচ জিতে মাহরেজদের উৎসব।

বির এলজার, ১০ অক্টোবর : আফ্রিকার চতুর্থ দেশ হিসেবে আগামী বছর বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল আলজেরিয়া। ২০১৪-র পর ফের রিয়াদ মাহরেজের দলকে বিশ্বকাপে খেলতে দেখা যাবে। আগের দিনই মহম্মদ সালাহর মিশর ১৯তম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছে। তার আগে মরক্কো ও টিউনিশিয়া যোগ্যতা অর্জন করেছে। এদিন সোমালিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২০তম দেশ হিসেবে গ্রুপ 'জি'-র শীর্ষে থেকে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল আলজেরিয়া। দলের অধিনায়ক তথা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রাক্তন তারকা রিয়াদ মাহরেজ গোল করে এবং করিয়ে ম্যাচের নায়ক।

এই নিয়ে পঞ্চমবার বিশ্বকাপে খেলবে আলজেরিয়া। ২০১৪ সালে শেষবার তারা গ্রুপ পর্বের বাধা পেরিয়ে শেষ ষোলোয় খেলেছিল। সেবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছিল আলজেরিয়া। আগামী সপ্তাহে আরও পাঁচটি আফ্রিকার দেশ সরাসরি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পাবে। চারটি সেরা রানার্স-আপ দল নভেম্বরে নক আউট প্রতিযোগিতায় নামবে। বিজয়ী দল প্লে-অফ খেলে বিশ্বকাপে নামার সুযোগ পাবে।

৫ গোল ব্রাজিলের

সিওল, ১০ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে ফাইভ স্টার পারফরম্যান্স ব্রাজিলের। দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করল কার্লো আনচেলোত্তির দল। সিওলে ৪-২-৩-১ ফর্মেশনের আক্রমণাত্মক ছকেই প্রায় নির্ভুল ফুটবল খেললেন সেলেকাওরা। এস্তেভাও, রদ্রিগো, ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের আগ্রাসী ফুটবলের কোনও জবাব ছিল না কোরিয়ানদের কাছে। রদ্রিগো এবং এস্তেভাও জোড়া গোল করেন। একটি গোল ভিনিসিয়াসের।

মাঝমাঠে কাসেমিরো, গুইমারেস খেলা তৈরি করলেন। দুই প্রান্ত দিয়ে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনলেন এস্তেভাও, ভিনিরা। ১২ মিনিটেই ব্রাজিলের গোল উৎসব শুরু। গুইমারেসের পাস থেকে দলকে এগিয়ে দেন এস্তেভাও। মিনিট ছয়েক পর ব্যবধান বাড়াতে পারত ব্রাজিল। কিন্তু কাসেমিরোর গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। ৪১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ব্রাজিল। ভিনির ক্রস থেকে বক্সে কাসেমিরো দ্রুত ফাঁকায় পাস দেন রদ্রিগোকে। বল জালে জড়াতে ভুল করেননি রিয়াল মাদ্রিদের উইঙ্গার।

দ্বিতীয়ার্ধে সাম্বা জাদুর ঝাঁজ আরও বাড়ে। ৪৭ মিনিটেই ৩-০ করে ব্রাজিল। এস্তেভাও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। কোরিয়ান ফুটবলার কিম মিন জে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে সরাসরি বক্সে এস্তেভাওয়ের পায়ে বল জমা করেন। জোরালো শটে গোল করেন ১৮ বছরের উইঙ্গার। মিনিট দুয়েক পর চতুর্থ গোল ব্রাজিলের। রদ্রিগোর দ্বিতীয়। ৭৭ মিনিটে গোল উৎসবে যোগ দেন ভিনিসিয়াস। দলের পঞ্চম গোল রিয়াল তারকার।

তিন গোলদাতা এস্তেভাও, রদ্রিগো ও ভিনিসিয়াস। শুক্রবার সিওলে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

11 October, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১১ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

ভগবদ্গীতা শুধু একটি বই নয়, এটি তার থেকেও বড়। সঙ্গে থাকলে সব বাধা দূর করা যায়। বললেন শ্রেয়স আইয়ার

আগারকরের শেষটা হয়তো ভাল হবে না, দাবি হার্মিসনের

রোহিত-বিরাট নিয়ে সতর্ক বার্তা

লন্ডন, ১০ অক্টোবর : রোহিত-বিরাটের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে পারেন অজিত আগারকর। তাতে নির্বাচক প্রধান হিসাবে তাঁর শেষটা মসৃণ নাও হতে পারে। বলেছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড ফাস্ট বোলার স্টিভ হার্মিসন।

ভারতীয় ক্রিকেট বর্তমানে ট্র্যানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে একদিনের দলের অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমন গিলকে। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে রোহিত-বিরাটের ভূমিকা নিয়ে নির্বাচক প্রধান টুঁ শব্দ না করলেও বিভিন্ন দিক থেকে তোপ উড়ে আসছে আগারকরের দিকে। দুই মহাতারকা ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন আগেই। কিন্তু নির্বাচকদের মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে সেটা ওঁরা চান না। যদিও স্পষ্ট করে কিছু জানাচ্ছেন না।

এই অবস্থায় হার্মিসন আগারকর ও দুই সিনিয়রের মধ্যে পাওয়ায় টাসল দেখতে পাচ্ছেন। টক স্পোর্ট ক্রিকেটকে তিনি বলেছেন, পরিস্থিতি দেখে আশঙ্কা হচ্ছে আগারকরের শেষটা হয়তো ভাল হবে না। ক্ষমতার লড়াইয়ে দুই প্রাক্তন অধিনায়ক টেক্কা দিতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে আগারকর কী বলছে। এরপর তিনি বলেছেন, একদিনের ক্রিকেটে রোহিতের থেকে এগিয়ে বিরাট। তিনি সতর্ক করে দেন বিরাটকে সরালে বিপদ আছে। বিশেষ করে রান চেজ করার ম্যাচে।

হার্মিসন যোগ করেন, বিরাট যদি বলে ঠিক আছে তোমরা অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫০ ওভারের ম্যাচে সাড়ে তিনশো রান তাড়া করে দেখাও। চারে নেমে ৯০ শতাংশ ম্যাচ জেতার লোক কোথায় সেটাও দেখাও। তখন কী হবে?

আইপিএল নিলাম ডিসেম্বরে

মুম্বই, ১০ অক্টোবর : আগামী বছরের আইপিএল নিলামের সম্ভাব্য দিন প্রকাশ্যে। এই বছর ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে হবে ক্রিকেটারদের নিলাম। তবে এবার দুবাইয়ে নয়, দেশেই মিনি নিলাম আয়োজন করবে বিসিসিআই। তার আগে আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে অংশগ্রহণকারী দশ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে জানাতে হবে, কোন খেলোয়াড়দের তারা রেখে দেবে। বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৬ আইপিএলের নিলাম ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে হবে। ১৩-১৫ ডিসেম্বরের সম্ভাব্য দিনক্ষণ। এবার নিলাম অনুষ্ঠান দেশেই হবে। গত দু'বছর নিলাম হয়েছিল দেশের বাইরে। ২০২৩ সালে দুবাই এবং ২০২৪ সালে সৌদি আরবের জেড্ডায় হয়েছিল নিলাম। এবার অবশ্য মেগা নিলাম হচ্ছে না। তবে মিনি নিলাম হলেও চেন্নাই সুপার কিংসের মতো বড় দলে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

গত মরশুমে আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় সবার নিচে শেষ করেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। তাই এবার তারা বিজয়শঙ্কর, রাহুল ত্রিপাঠী, দীপ হুডা, ডেভন কনওয়েদের ছেড়ে দিতে পারে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন। তাই তাঁর বিকল্পও নিতে হবে সিএসকে-কে। ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স কী করে, সেটাও দেখার।

ট্রফি দুবাইয়েই

দুবাই : এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এসিসি প্রধান মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছিল ভারতীয় দল। সূর্যকুমার যাদবদের সেই ট্রফি এখনও দুবাইয়ে এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) দফতরেই পড়ে রয়েছে। নকভি নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, ট্রফি তাঁর অনুমতি ছাড়া কারও হাতে দেওয়া যাবে না।

শিল্ডে উদ্যোগ

প্রতিবেদন : ১৮ অক্টোবর আইএফএ শিল্ড ফাইনাল। সেদিন যুবভারতীতে ডার্বির সম্ভাবনা প্রবল। শিল্ড ফাইনালের টিকিট বিক্রির একটা বড় অংশ উত্তরবঙ্গে বন্যাত্রাণে দান করার পরিকল্পনা করেছে আইএফএ। সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, ফাইনালে ডার্বি হোক বা নাই হোক, টিকিট বিক্রির একটা অংশ আমরা উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে দান করতে চায় আইএফএ। শুধু তাই নয়, স্টেডিয়ামে শুকনো খাবার বিক্রির মাধ্যমেও ফান্ড সংগ্রহ করা হবে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যার্থে।

নায়ক সুহেল

নয়াদিল্লি : অনূর্ধ্ব ২৩ ভারত ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ইন্দোনেশিয়ার যুব দলকে ২-১ গোলে হারাল। শুক্রবার জাকার্তায় ভারতের জয়ের নায়ক মোহনবাগানের কাশ্মীরি তরুণ সুহেল আহমেদ ভাট। জোড়া গোল করেন তিনি। ম্যাচে কর্তৃত্ব নিয়ে খেলেই জিতল নৌশাদ মুসার দল। ম্যাচের ৫ মিনিটের মাথায় সুহেলের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। ২৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল তাঁর।

ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি হিরোশি

লড়াইয়ে খুশি খালিদ, ঘরে জিততে চান সুনীল

প্রতিবেদন : সিঙ্গাপুরের মাঠে প্রায় গোটা দ্বিতীয়ার্ধ দশজনে খেলে শেষ মুহূর্তে রহিম আলির গোলে এক পয়েন্ট এসেছে ভারতের। ফুটবলারদের মরিয়া লড়াইয়ে এক পয়েন্ট ঘরে আসায় খুশি ভারতীয় শিবির। কোচ খালিদ জামিল থেকে সুনীল ছেত্রী----সবাই মনে করছেন, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সন্দেশের লাল কার্ড কাজটা কঠিন করে দেয়। সুনীল জানিয়েছেন, শেষ মুহূর্তের গোলে ম্যাচ ড্র রাখতে পারাটা সন্তোষজনক ফল। এবার ঘরের মাঠে জিততে হবে।

এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার কাজটা কঠিন হয়ে গিয়েছে খালিদের ভারতের কাছে। গ্রুপে ৩ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ভারত। হংকং ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। ৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় সিঙ্গাপুর। মঙ্গলবার গোয়ার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ফিরতি লড়াইয়ে সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে এশিয়ান কাপে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে মরিয়া ভারত। কোচ খালিদ বলেন, আমি ছেলেদের কৃতিত্ব দেব। অনেক পরিশ্রম করেছে ওরা। দশজন হওয়ার পর এক পয়েন্ট পাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

সুনীল বলেছেন, পয়েন্ট, কম্বিনেশন নিয়ে বেশি না ভেবে আমাদের শুধু সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচে মনোনিবেশ করতে হবে। তরতাজা হয়ে গ্রুপে আমাদের প্রথম ম্যাচটা জেতার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের এক-একটা ম্যাচ ধরে এগোতে হবে। আমরা টুর্নামেন্ট ভালভাবে শুরু করতে পারিনি। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের সঙ্গে ড্র করেছি। হংকংয়ের কাছে শেষ মুহূর্তের গোলে হেরেছি। সৌভাগ্যবশত, আমরা এদিন শেষ মুহূর্তের গোলে পয়েন্ট পেয়েছি। প্রথম গোল এবং লাল কার্ডের পর আমাদের কাজটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। সিঙ্গাপুরের মাঠে কাজটা সবসময় কঠিন হয়। তবু আমরা এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারছি, এটা খুবই সন্তোষজনক। এদিকে, হোম ম্যাচের জন্য মোহনবাগানের আপুইয়া ও শুভাশিস বোসকে ডেকে নিলেন খালিদ।

সুপার কাপে চার বিদেশি খেলবে

প্রতিবেদন : সুপার কাপে গতবারের মতো এবারও একাদশে ছয় বিদেশি খেলাতে চেয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সেই মতো ক্লাবগুলিকে চিঠিও দিয়েছিল এআইএফএফ। কিন্তু মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট পাল্টা ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করে, ভারতীয় ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্য নিয়ে আইএসএলের নিয়মই রাখা উচিত সুপার কাপে। সেইমতো ছয় বিদেশি ফুটবলার রেজিস্ট্রেশন করিয়ে চারজনকে এগারোয় রাখার অনুরোধ করেছিল মোহনবাগান। যাতে ভারতীয় ফুটবলারের সংখ্যা মাঠে বেশি থাকে। শেষ পর্যন্ত আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের অনুরোধ মেনে নিল ফেডারেশন। নিয়ম বদলে প্রতিযোগিতায় চার বিদেশি খেলানোয় সবুজ সংকেত দিল এআইএফএফ।

ফেডারেশন নিজেদের অবস্থান বদলানোয় খুশি মোহনবাগান-সহ বাকি ক্লাবগুলিও। এদিকে, ফুটবলারদের বকেয়া না মেটানোয় ফিফার ট্রান্সফার ব্যানের আওতায় থাকা মহামেডানকে বাদ দিয়ে সুপার কাপ করার জন্য এফএসডিএলের তরফে চিঠি দেওয়া হলেও তা মান্যতা দিচ্ছে না ফেডারেশন। সূত্রের খবর, মহামেডানকে রেখেই সুপার কাপ আয়োজন করবে এআইএফএফ। মহামেডান সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করছে ১৫ অক্টোবর থেকে। ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান আইএফএ শিল্ড খেলেই সুপার কাপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। শিল্ডে প্রথম ম্যাচে ৫-১ গোলে জয়ের পর শুক্রবার নতুন উদ্যমে ইউনাইটেড ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল মোহনবাগান।

আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব : নীরজ

জুরিখ, ১০ অক্টোবর : এবারের মরশুম ছিল চ্যালেঞ্জিং, মেনে নিচ্ছেন নীরজ চোপড়া। সদ্য টোকিও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব ধরে রাখতে না পারলেও চলতি মরশুমে নিজের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট ভারতের সোনার ছেলে। বরং বিশ্রাম নিয়ে রকভারি করে পরের বছর 'তীক্ষ্ণ' হয়ে প্রত্যাবর্তনের বার্তা দিয়ে রাখলেন নীরজ।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যর্থতার পর নীরজ সুইজারল্যান্ডের জুরিখে রয়েছেন। লুসানের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে মানসিকভাবে তরতাজা হওয়ার চেষ্টায় নীরজ। সেখান থেকে সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, গরমকালে এখানে এলে সবুজের সমারোহ আপনাকে মুগ্ধ করবে। শীতকালে তুষারপাত, রাজকীয় পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখার মতো। এখানকার পাহাড়গুলিকে ভালবাসি। সুইজারল্যান্ডে নিজের অনেক স্মৃতি নিয়েও অনর্গল নীরজ। বলছিলেন, আমি জুরিখে ডায়মন্ড লিগ ট্রফি জিতেছি, যা আমার কাছে খুবই বিশেষ। এখানে ম্যাগলিংগেনে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। বুদাপেস্টে (২০২৩) বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগেও এখানে ট্রেনিং নিয়েছিলাম, যেখানে আমি সোনা জিতেছিলাম। তাই আমার অনেক সুখস্মৃতির সঙ্গে সুইস-যোগ রয়েছে।

এরপরই নীরজ বলেন, এই মরশুমটা খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিন্তু নিজেকে নিয়ে গর্বিত এবং অনেক কিছু শিখেছি। প্রতিটি প্রতিযোগিতা অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। ফোকাস এখন পরের বছরের জন্য নিজেকে শক্তিশালী করা। কিছুটা বিশ্রাম ও রিকভারির পর শরীর ঠিক রয়েছে। আমি নিশ্চিত, নতুন মরশুমে তীক্ষ্ণ হয়ে ফিরতে পারব। এখানে কিছুদিন ঘুরতে চাই। দেশের বাইরে থাকি কারণ, প্রতিযোগিতা ভারতের বাইরে হয়। বিশেষ করে ইউরোপে। দেশে বেশি থাকলে ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে না।

মাঠে ময়দানে

11 October, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রয়াত বার্নার্ড জুলিয়েনের স্মৃতিতে শুক্রবার দিল্লি টেস্টে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সেঞ্চুরি মিস করে হতাশা যেন কাটছে না সুদর্শনের

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : মাত্র ১৩ রানের জন্য তিনি প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি মিস করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ ২৩ বছরের সাই সুদর্শন। প্রথম দিনের খেলার শেষে তিনি সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন। সুদর্শন বলছিলেন, দলের জন্য কিছু অবদান রাখতে পেরে ভাল লাগছে। যশস্বীর সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ খুব ভাল হয়েছে। দ্বিতীয় উইকেটে দুজনে মিলে ১৯১ রান যোগ করেছেন। সুদর্শন জানালেন, আমি কিন্তু রান করার ভাবনা মাথায় নিয়ে ব্যাট করতে নামিনি। বরং খোলা মনে ব্যাট করতে চেয়েছিলাম। সেটা করতে পেরে এখন ভাল লাগছে। ঠিক করেছিলাম শট নেওয়ার আগে সময় নেব। তারপর স্ট্রোক খেলব। সেটাই করেছি এই ইনিংসে। খেলার পর সাংবাদিকদের কাছে সুদর্শন সেঞ্চুরি মিস করার আক্ষেপ লুকোননি। তিনি বলেন, এমনিতে আমি যেভাবে খেলেছি তাতে খুশি। তবে সেঞ্চুরি করতে না পারার আক্ষেপ থেকে যাবে। সুদর্শনের মতে এই আক্ষেপ ব্যাটারদের হয়। এটা স্বাভাবিক। তাঁকে বরং সেঞ্চুরির চেষ্টা করে যেতে হবে। যশস্বীর সঙ্গে জুটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত সুদর্শন। তিনি বলেন, ওর খেলা দেখা একটা শিহরন জাগানোর মতো ব্যাপার। যশস্বী যেভাবে বোলারদের আক্রমণ করে সেটা শেখার মতো বিষয়। সুদর্শনের কথায়, যশস্বী ভাল বলকেও বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছে। সেটা দেখতে ভাল লেগেছে। এই উইকেটে কেমন শট খেলতে হবে তা ও প্রথম থেকে বলে গিয়েছে। ভাল বলকে কীভাবে বাউন্ডারিতে পাঠানো যায় সেটা আমি ওর থেকে শিখেছি। এরপর কী হবে? টেস্ট কোনদিকে যাবে। সুদর্শনের বিশ্বাস অতঃপর এই উইকেট বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে। শনিবার থেকে বল ঘুরতে পারে। কিছুটা নিচু ইতিমধ্যেই হয়েছে। শট নেওয়ার সময় বল ঠিকমতো ব্যাটে আসেনি। তিনি বলেছেন, আশা করি উইকেটে যে রাফ তৈরি হয়েছে সেটা থেকে এবার বল ঘুরতে শুরু করবে। আর দিল্লির উইকেটে বল ঘোরার ইতিহাস আছেই।

যশস্বীর সেঞ্চুরি, দাপট সুদর্শনেরও

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : দিল্লি টেস্টের প্রথম দিনেই চাপে পড়ল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যশস্বী জয়সোয়াল ও সাই সুদর্শনের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ভারত দিনের শেষে দুই উইকেটে ৩১৮ রান তুলেছে। যশস্বী টেস্ট ক্রিকেটে সপ্তম সেঞ্চুরি তুলে নেওয়ার পর ১৭৩ রানে নট আউট রয়েছেন। তিনে নেমে সুদর্শন করেছেন ৮৭ রান। দুজনের জুটিতে উঠেছে ১৯৩ রান।

আমেদাবাদে প্রথম টেস্টে যশস্বী করেছিলেন ৩৬ রান। এখানে সহজ উইকেটে সুযোগ হাতছাড়া করেননি। শুভমন গিল টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন। রাহুল যখন ৩৮ রানে ওয়ারিকানকে উইকেট দিয়ে গেলেন তখন দলের রান ছিল ৫৮। এরপর সারাদিনে ক্যারিবিয়ানরা আর মাত্র একবারই উইকেটের মুখ দেখেছে। যখন ওয়ারিকান সুদর্শনকে ফিরিয়ে দেন। ভারতের রান তখন ২৫১। ১৮৫ বলে ১২টি বাউন্ডারির সাহায্যে তিনি এই রান করেছেন। তবে মাত্র ১৩ রানের জন্য সুদর্শন প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি মিস করেন। ওয়ারিকানের বলে তিনি লাইন মিস করে এলবি হয়ে যান।

কালো মাটির এই উইকেটে পরের দিকে হয়তো বল একটু ঘুরবে। কিন্তু এখন একেবারে পাটা উইকেট। যাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক ছ'জন বোলার ব্যবহার করেও যশস্বী-সুদর্শনকে থামাতে পারেননি। এই বোলিং কোথায় যেন অভিজ্ঞতার অভাব বোধ করছে। যশস্বীদের চাপের কাছে খুব অসহায় লেগেছে সিলস, ফিলিপ, পিয়েরদের। চেজ নিজে ১৩ ওভারের বেশি বল করেননি। গ্রিভস করেছেন আরও কম, মাত্র ৮ ওভার। শুধু ওয়ারিকান ২০ ওভারে ৬০ রান দিয়ে ২টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁকেই একমাত্র কার্যকরী মনে হয়েছে। আর ফিলিপকে এই টেস্টে নিয়ে এলেও তিনি কিছু করতে পারেননি।

জসপ্রীত বুমরাকে এই টেস্টে বিশ্রাম দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল প্রথমে। পরে অবশ্য জানা যায় প্রথম টেস্টের দল নিয়েই খেলবে ভারত। টসের সময় শুভমনও জানিয়ে দেন তাঁরা আমেদাবাদের দল নিয়ে মাঠে নামছেন। যার অর্থ বুমরা ও সিরাজ একসঙ্গে ফের আক্রমণ শানাবেন। এখানে পরের দিকে বল ঘুরবে। কিন্তু ওয়ার্কলোড মাথায় রেখেও বুমরাকে খেলানো হল। এই বুমরাই ইংল্যান্ডে সব টেস্ট খেলেননি এই কারণে। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় তিনি আবার টি ২০ সিরিজে খেলবেন। একদিনের সিরিজে বুমরা নেই। ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংয়ের কথা মাথায় রাখলে এখানে তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে অন্য কাউকে খেলানো যেত।

যশস্বী ও সুদর্শন। কোটলায় শুক্রবারের দুই নায়ক।

দেবদূত পারিকাল এ-যাবৎ দুটি টেস্ট খেলেছেন। এখানে একই দল হওয়ায় তাঁকে রিজার্ভেই থাকতে হল। কোচ গম্ভীর তিন অলরাউন্ডার নিয়ে খেলতে চেয়েছেন। উইকেটের পিছনে ধ্রুব জুরেল। রিষভ পন্থ এখনও মাঠে নামার মতো অবস্থায় আসেননি। এছাড়া গম্ভীর সুদর্শনের উপর যেভাবে ভরসা করছেন তাতে তাঁকে এবার রান করতেই হত। এদিন বাঁহাতি সুদর্শন কোচের আস্থার দাম দিয়েছেন। রাহুল আউট হওয়ার পর তিনি নেমেছিলেন। যশস্বী তখন জুনিয়র পার্টনারকে গাইড করে নিয়ে যান। দুজনের এই জুটিকে যশস্বী আগাগোড়া দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

ঘরের মাঠে এটি যশস্বীর তিন নম্বর সেঞ্চুরি। বাকি চারটি বিদেশের মাটিতে। তিনি ১৪৫ বলে সেঞ্চুরি করেন। অভিষেকের পর আর কোনও ওপেনার এত সেঞ্চুরি করতে পারেননি। ৭ কেন, ৫টি সেঞ্চুরিও নয়। ৪৮টি টেস্ট ইনিংসের মধ্যে মুম্বইয়ের বাঁহাতি এই ৭টি সেঞ্চুরি করেছেন। তাঁর থেকে ২টি ইনিংস বেশি খেলে ৭টি সেঞ্চুরি করেছিলেন গ্রেম স্মিথ। এখনকার ক্রিকেটে যশস্বীকেই সেরা ওপেনার বলা হচ্ছে। তবে রাহুলের কপাল খারাপ যে এমন উইকেটে রান করতে পারলেন না। তিনি স্ট্যাম্পড হয়েছেন। আমেদাবাদে প্রথম টেস্টে রান করার পর এখানেও তাঁর জন্য রান অপেক্ষা করছিল।

আমেদাবাদে ইনিংসে জেতার পর এখানেও সেরকমই কিছু ভাবছে ভারতীয় দল। সেক্ষেত্রে শনিবার কোনও এক সময় দান ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। অবশ্য সেটা যদি দ্বিতীয় দিনেও ভারতীয় ব্যাটিংয়ের দাদাগিরি অব্যহত থাকে। ক্যারিবিয়ানদের অবশ্য চাপের অনেক কারণ রয়েছে। সবথেকে বড় চাপ হল এরপরও লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ রয়েছে শুভমনদের। আর এই উইকেটে ক্যারিবিয়ান বোলাররা কিছুই করতে পারছেন না। ওয়ারিকান ছাড়া আর কাউকে দেখে মনে হয়নি উইকেট নিতে পারেন। জোসেফ শামাররা শেষ মুহূর্তে চোট না পেলে হয়তো কিছুটা সামাল দেওয়া যেত।

স্কোরবোর্ড

ভারত (প্রথম ইনিংস) : ৩১৮/২
যশস্বী ব্যাটিং ১৭৩, রাহুল স্ট্যাম্পড টেভিন বো. ওয়ারিকান ৩৮, সুদর্শন এলবি ওয়ারিকান ৮৭, শুভমন ব্যাটিং ২০, উইকেট পতন : ১-৫৮, ২-২৫১, বোলিং : সিলস ১৬-১-৫৯-০, ফিলিপ ১৩-২-৪৪-০, গ্রিভস ৮-১-২৬-০, পিয়ের ২০-১-৭৬-০, ওয়ারিকান ২০-৩-৬০-২, চেজ ১৩-০-৫৫-০।

প্রস্তুতি রোহিতের, বিরাটরা হয়তো হাজারেতে

মুম্বই, ১০ অক্টোবর : নিঃশব্দে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন রোহিত শর্মা। মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে অভিষেক নায়ারকে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ট্রেনিং করেছেন রোহিত। শারীরিক কসরতের পাশাপাশি নেটে ব্যাটিংও করেছেন হিটম্যান। এদিন তাঁর একটি ছক্কা সোজা গিয়ে পড়ে রোহিতের নতুন কেনা ল্যাম্বরগিনিতে। যা খবর, অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য লন্ডনে নিজেকে তৈরি করছেন বিরাট কোহলিও। ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ওয়ান ডে। ১৫ তারিখ রওনা হওয়ার কথা ভারতীয় দলের।

বিরাট ও রোহিতকে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার বার্তা দিয়ে রেখেছে বোর্ড। দু'বছর পর ওয়ান ডে বিশ্বকাপে খেলতে হলে ফর্ম ও ফিটনেস ধরে রাখতে বিজয় হাজারেতে খেলা বাধ্যতামূলক দু'জনের। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সময়টুকুতে অন্তত তিনটি বিজয় হাজারের ম্যাচ খেলতে পারেন রোহিত ও বিরাট।

৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ একদিনের ম্যাচ। ১১ জানুয়ারি শুরু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ। মাঝে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ফাঁকা। এক বোর্ড কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, ২৪ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে বিজয় হাজারে। ভারতের দুই সিরিজের মাঝে বিজয় হাজারে ট্রফির ছ'টি ম্যাচ হবে। আমরা আশা করছি, তার মধ্যে অন্তত তিনটি ম্যাচ খেলবে রোহিত। একই নিয়ম বিরাটের জন্যও। দু'জনেই খেলবে এটাই প্রত্যাশিত।

এর আগে গত মরশুমে প্রায় জোর করেই খেলানো হয়েছিল দুই তারকাকে। দু'জনে একটি করে রঞ্জি ম্যাচ খেলেছিলেন। এবার ওয়ান ডে দলে জায়গা ধরে রাখতে বোর্ডের শর্ত তাঁরা মানেন কি না, দেখার।

শিবাজি পার্কের খোলা মাঠে অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতি প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিতের। শুক্রবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

11 October, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
১১ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য

একাধিক সমীক্ষা ও গবেষণায় উঠে এসেছে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে স্ট্রেস ও অ্যাংজাইটির সমস্যা বেশি। পুরুষের তুলনায় তাঁদের মধ্যে বিষণ্ণতাও অনেক বেশি কারণ জন্মলগ্ন থেকেই মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য অবহেলিত। এর কারণ শুধুই কি নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্য না কি পরোক্ষে রয়েছে আরও অনেক কারণ। উত্তর খুঁজলেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

ঘটনা ১ : বছর আটের তিন্নি ওর মা আর দিদার সঙ্গেই থাকে। রিমা একটি সরকারি স্কুল শিক্ষিকা। বাড়িতে বয়স্কা মা। তাঁর কাছেই তিন্নিকে রেখে বেরোতে হয় কারণ রিমা সিঙ্গল মাদার। তিন্নি ছোট থেকে দেখেছে ওর বাবা নেই। বাবাকে কোনওদিন চোখেই দেখেনি। মা আর দিদাই সব। সবার তো বাবা আছে তবে ওর কেন নেই! এই প্রশ্ন ওর মনে সারাক্ষণ। সারাটা দিন তিন্নির যেন কাটে না। স্কুল থেকে ফিরে বাড়ি জুড়ে সে শুরু করে দামালপনা। তবু ভাল লাগে না তার। দিদুন সারাক্ষণ বকতে থাকে। সবিতা দেবী পেরে ওঠেন না ওইটুকু বাচ্চার সঙ্গে। ভয়ঙ্কর কিছু দুষ্টুমি করে ফেলে। ইদানীং তিন্নির নতুন একটা স্বভাব হয়েছে ওর দিদুনের ফোন থেকে একটা পর একটা ফোন করতে থাকে যাকে-তাকে। ওদের অনেক আত্মীয়স্বজনের কাছে ফোন চলে যায় একাধিকবার, তাঁরা কখনও হাসে, কখনও-বা বিরক্ত হন। এক জায়গায় স্থির হতে পারে না সে। কিছু না কিছু করতেই হবে। বই দেখলে ছুটে পালায়। রেজাল্ট খুব খারাপ। খাতা ইনকমপ্লিট। মেরে-বকে কিছুই হয়নি। জেদ বাড়ছে দিনে দিনে। রিমা বুঝে পায় না কী করবে!

ঘটনা ২ : পর্ণমিতা ছোট থেকেই চুপচাপ। কোনও কথা বেরোয় না ওর মুখ থেকে। বাবা যখন নেশা করে এসে মায়ের সঙ্গে মারপিট করত অন্য ঘরের দরজা ফাঁক করে দেখত সে। ভয়ে কাঁপত। একবার বাবার হাতের সামনে পড়ে গিয়েছিল, তখন সপাটে একটা ঘুসি চালিয়েছিল বাবা একদম বুকে। কিছুক্ষণ দমটা আটকে গিয়েছিল। মা তড়িঘড়ি জল এনে মুখ-চোখে দিয়েছিল। একটা সময় মায়ের ওপর রাগটা বাবা ওর ওপর দিয়ে মেটাত। প্রতি রাতে বাবা মারধর করত আর সকালে নেশা কাটলে একটা চকোলেট দিত। সেই যে পর্ণমিতা চুপ, আজও মুখটা ওর খোলেনি। কেউ কিছু বললে ও ঘামতে থাকে। বাবাকে একটা সময় ছেড়ে দিয়েছিল মা। এরপর মা পর্ণমিতাকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে মানুষ করেছে। কোনও অভাব রাখেনি কিন্তু সেই দুঃসহ দিন ও ভুলতে পারে না। স্কুলে টিচাররা ক্লান্ত হয়ে যেত ওর নিশ্চুপতায়। একটা সময়ের পরে কাউন্সেলিং করাতে হয়। তারপর একটু স্বাভাবিক হল বটে তবে আজও কোনও পরিস্থিতিতেই ওর মুখ থেকে শব্দ বেরোয় না। কিছু ওষুধ চলে ওর। যা ওকে প্যানিক-মুক্ত রাখে। কিন্তু বেশি কোনও চাপ হলেই প্যানিক অ্যাটাক আসে। মাথা দিয়ে নাক দিয়ে গরম ভাপ বেরোয়। চোখ দিয়ে জল পড়ে। হার্টবিট বেড়ে যায়। গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

ঘটনা ৩ : বছর ৪৫-এর যূথিকা। বাড়ির সব দায়-দায়িত্ব তারই। ছ'টায় উঠে বরের অফিসের টিফিন করে। তারপরেই ছেলের কলেজের টিফিন করতে হয়। এক-একদিন এক-একরকম টিফিন চাই তাদের। পছন্দ না হলে বিপদ। পুরোটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসে। যাওয়ার সময় খেয়ে বেরোয় ওরা, সেখানেও একপ্রস্থ রান্না করতে হয় তাঁকে। পঁচিশ বছর একসূত্রে চলছে। বাড়িতে রয়েছে যূথিকার বয়স্ক বাবা-মা। বাবা অসুস্থ। তাঁদের সারাদিনের সব দেখভাল যূথিকাই করে। ছেলে-বর বেরিয়ে গেলে বাবাকে নিয়ে চলতে থাকে অক্লান্ত পরিশ্রম। এত করেও তুষ্ট নয় যূথিকার স্বামী অর্ণব। ছেলেরও মার প্রতি রাতদিন অভিযোগের পাহাড়। পান থেকে চুন খসলে বাবা, মাও ছেড়ে কথা বলে না। সারাদিন পর যখন রাতে শুতে যায় সে তখন বিরক্তি জুড়ে থাকে শরীর মনে, কোনও কিছুতেই শান্তি লাগে না। হাসতে ইচ্ছে করে না। রাতে অর্ধেক দিন সে খায় না। ইদানীং আরও বাড়ছে এই সমস্যা। মাথা জ্বলে, শরীর জ্বালাপোড়া করে, শুলেও ঘুম হয় না। ডাক্তারের কাছে গেছিল যূথিকা কেউ কোনও রোগ ধরতে পারেনি। এক অন্তহীন বিষণ্ণতা ওকে চেপে ধরেছে।

ঘটনা অনেক, কারণ একটাই, আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের মান নিম্নগামী। তারা অবসাদ, বিষণ্ণতার শিকার। আট থেকে আশি, শিশুকন্যা থেকে মধ্যবয়সি, বৃদ্ধা— সব বয়সের মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা পুরুষদের তুলনায় অনেকটাই বেশি। মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের অন্বেষণ আজও সোনার পাথরবাটি। কেমন সেই রেশিও একবার দেখে নিলেই চিত্রটা পরিষ্কার হবে।

কী বলছে গবেষণা

গবেষণা অনুযায়ী ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সি যাঁরা একবার হলেও নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৭৩ শতাংশই নারী। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মধ্যে নিজের ক্ষতি করার প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। শিশু থেকে পরিণত— প্রতিটা বয়সের মেয়ে যাঁরা শারীরিক বা যৌন হিংসার শিকার হয়, সমীক্ষা অনুযায়ী তাঁদের ৭৮ শতাংশের বেশি আজীবন ট্রমা বা আঘাত থেকে বের হতে পারেন না এবং এঁদের মধ্যেই অনেকেই পিটিএসডি বা পোস্ট ট্রমাটিক ডিজঅর্ডারে ভোগেন।

শিশু বয়সেও বড় হয়ে শারীরিক ও যৌননির্যাতনের শিকার হয়েছেন এমন ক্ষেত্রে ৩৬ শতাংশ বা প্রতি তিনজনের একজন নারী আত্মহননের পথ বেছে নেন। আর প্রতি পাঁচজনে একজন বা ২২ শতাংশ নিজের কোনও না কোনও ক্ষতি করে বসেন। অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদপদ নারী বা দরিদ্র নারীদের মধ্যে ২৯ শতাংশের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যা বিত্তশালী নারীদের মধ্যেও আছে তবে তুলনায় কম। গবেষণায় উঠে এসছে কালো এবং এশীয় নারী অনেক বেশি বর্ণ বৈষম্যের শিকার ফলে এই নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সামাজিক কুসংস্কার ও বর্ণবাদ মেন্টাল ডিজঅর্ডার বাড়িয়ে তোলে। ২৯ শতাংশ কালো, ২৪ শতাংশ এশীয় এবং ২৯ শতাংশ মিশ্র-বর্ণের নারীদের এমন ডিজঅর্ডার দেখা যায়। সমীক্ষা এও বলছে সাদা ও ব্রিটিশ নারী সেই তুলনায় মানসিক সমস্যায় কম ভোগেন, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তাদের ক্ষেত্রে এই হার ১৬ শতাংশ। ন্যাশনাল মেন্টাল হেল্থ সার্ভে অনুযায়ী অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার ও ডিপ্রেশন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে অনেকটাই বেশি, প্রায় তিন থেকে চার গুণ।

(এরপর ১৮ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 October, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য

(১৭ পাতার পর)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছেন মহিলারা। কী ডাক্তার কী ইঞ্জিনিয়ার, কী অধ্যাপক বা পেশাদার— এমন নারী এদেশে কম রয়েছে যাঁদের সন্তানের মা হওয়ার খেসারত দিতে হয়নি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫৫%, চিনে ৬১% মহিলা রোজগেরে কিন্তু ভারতে মাত্র ২১% শতাংশ মহিলা রোজগেরে। অধিকাংশ ভারতীয় নারী বিয়ের পর কর্মজগৎ থেকে সরে গিয়ে বেতনহীন শ্রমিক হিসেবে সংসার এবং সন্তানের জোয়াল টেনে চলেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী বিবাহ-পরবর্তীতে পুরুষের কেরিয়ারগ্রাফ মহিলাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। এই চিত্রের বিরাট কিছু পরিবর্তন হয়নি। আমাদের দেশে শিশুশ্রম আইনত অপরাধ হলেও তা অবাধে চলে। রেশিও বলছে, শিশুশ্রমে শিশুকন্যার চাহিদা এক্ষেত্রে বেশি। দিন যতই বদলাক, মেয়েরা নিজেদের যতই আধুনিক ভাবুন না কেন, গোড়ায় গলদ হয়েই রয়েছে।

বয়ঃসন্ধিতে

দ্য ল্যানসেট পত্রিকার সমীক্ষা অনুযায়ী বয়ঃসন্ধিকালে অথবা বয়ঃসন্ধি পেরোনোর সময় মানসিক অবসাদ গ্রাস করছে কিশোর-কিশোরীদের। বিশেষ করে মেয়েদের কারণ। এই সময় তাঁদের বড় ধরনের হরমোনের পরিবর্তন হয়। সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে, বয়ঃসন্ধির মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি অবসাদে ভুগছে। এর কারণ যে শুধুই ব্যক্তিগত জীবনের ঝড়ঝাপটা, তা নয়। শারীরিক কারণও রয়েছে। কিশোরীদের মধ্যে 'মুড ডিজ়অর্ডার'-এর সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। মনখারাপ জটিল এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে তা চিকিৎসার পরিভাষায় 'ডিপ্রেসিভ ডিজ়অর্ডার'-এ পরিণত হয়। এই সময় মেয়েদের শরীরে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স চলতে থাকে। মেনার্ক অর্থাৎ প্রথম মাসিকচক্র শুরু হওয়ার পর থেকেই তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যা কমবেশি আসতে শুরু করে যা পরিবার গুরুত্ব দিয়ে দেখে না। এর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নানা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। বয়ঃসন্ধিতে পিএমএস বা প্রিমেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোমে ভোগে অনেক মেয়েই। এই সময় বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, সামাজিক ভয় এবং আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়। যা কারও সঙ্গেই শেয়ার করতে পারে না তারা। ঋতুস্রাব নিয়ে চলতে থাকা ট্যাবু ভেঙে বেরতে পারেননি অনেকেই।

বিবাহ-পরবর্তীতে

বিয়ের পর একটা নির্দিষ্ট সীমা পেরোলেই এখনও এই সমাজে অধিকাংশ পরিবারে মেয়েদের সন্তানধারণের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে শারীরিক অবস্থার তোয়াক্কা না করে সন্তানধারণে জোর দেওয়া হয়। সন্তান ধারণের এবং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ধরেই নেওয়া হয় সন্তানের জন্য মেয়েটিরই সব দায়। এর সূত্র ধরেই সন্তানের জন্মের পর মায়েদের পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন খুব বড় আকারে দেখা দেয়। তখন মানসিক অবসাদে ভোগেন অনেকেই। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে পোস্টপার্টাম সাইকোসিসে পরিণত হয়। কারণ দেখা যায় যে সেই সন্তানটির জন্ম দিতে মেয়েটি তৈরিই ছিল না। এর ফলে পরিস্থিতির এই আমূল বদল মেনে নিতে পারে না। সুইসাইড বা আত্মহত্যার প্রবণতা, সদ্যোজাত শিশুকে হানি করার প্রবণতা তৈরি হয়। এই পরিস্থিতি মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। যাঁরা চাকরিরতা তাঁদের এই সময় পরিবার, সন্তান ও কর্মজগতের মধ্যে ব্যালেন্স করতে গিয়ে, সবদিকের দায়িত্বপালন, আর্থিক এবং সামাজিক প্রত্যাশার চাপে অবনতি ঘটে মানসিক স্বাস্থ্যের।

ঋতুবন্ধে

আরও গুরুতর মানসিক সমস্যা তৈরি হয় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এই পর্বে মেনোপজ একটা বড় ধাক্কা বলা যায়। কারণ মহিলাদের গোটা জীবন জুড়ে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় ইস্ট্রোজেন হরমোনের বড়ধরনের ভূমিকা থাকে। যে হরমোন তাঁদের প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেনোপজের পরে এই ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ কমে যায় যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে নারী শরীরে। যে রোগগুলো আটকে দিত ইস্ট্রোজেন তারা আগল খোলা হয়ে যায়। এই কারণেই হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অ্যালঝাইমার্স, ডিমেনশিয়ার মতো মনের রোগ মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায় একটা বয়সে পরে।

লিঙ্গ সাম্যের অভাব

সামাজিক বৈষম্য, পরিবেশগত বৈষম্য, শারীরিক বৈষম্য, মহিলাদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ, ভেদাভেদ, শারীরিক নির্যাতন, উৎপীড়ন এই বিষয়গুলোই মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে দু'ভাবেই প্রভাব ফেলে। বাড়িতে, বাড়ির বাইরে, চাকরির জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হন মহিলারা। আসলে মহিলারা যে কোনও আর্থ সামাজিক পরিবেশেই থাকুক না কেন, তাঁরা কমবেশি গৃহহিংসার শিকার, যৌন হয়রানির শিকার। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের শিকারও হতে হয় তাঁদের।

এখনও এদেশের বহু মহিলা নিজেদের বক্তব্য রাখতে পারে না। শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা থাকলেও মন খুলে কথা বলার অনুমতি নেই ফলে সমস্যা আরও বাড়তে থাকে। এর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার দৌরাত্ম্যে বেশ কিছু নতুন সমস্যা যোগ হয়েছে যার খুবই গভীর প্রভাব পড়ে মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। যেমন ট্রোল করা, বডি শেমিং করা, ধর্ষণের হুমকি বা স্টক করা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অনলাইনের গণ্ডি পেরিয়ে এই বিষয়গুলি বাস্তব জীবনে ঢুকে পড়েছে। এর শিকার সব থেকে বেশি হন মহিলারা।

মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে

- মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সবচেয়ে জরুরি হল পরিবারের এবং সমাজের সচেতনতা। শিশুবয়স থেকে বাড়ির মেয়েকে মন খুলে কথা বলতে শেখাতে হবে। কারণ সামাজিক চাপ, কুসংস্কার সর্বপ্রথম বাবা এবং মার থেকেই সন্তানের মধ্যে আসে। একটা উদার পরিবেশ দেওয়া পরিবারের কর্তব্য। মাসিকচক্র নিয়ে ছুঁতমার্গ, সোশ্যাল ট্যাবু থেকে শিশুকন্যাকে দূরে রাখুন।
- সামাজিক যোগাযোগ বাড়ানো, একে অপরের সঙ্গে মন খুলে কথা বলা, নিজের সমস্যা বলতে এবং বোঝাতে পারা জরুরি। নতুন কিছু শেখানো যা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। মস্তিষ্কের নিউরনের সংযোগ শক্তিশালী করে এবং মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়। কাজেই সবার আগে পরিবারকে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে।
- শৈশব থেকেই পরিবারে পুরুষ সদস্যর পাশে লিঙ্গ সাম্যের অনুভব, নিরাপত্তার বোধ একটি মেয়েকে মনের দিক থেকে শক্তিশালী করে তোলে। ভাই, বোন আলাদা নয় তারা মানুষ। সমান যত্ন, সমান ব্যবহার একটি পুত্রসন্তানের পাশে কন্যাসন্তানেরও প্রাপ্য। বাড়ির ভাল খাবারটা, বড় মাছটা শুধু পুরুষদের পাতে নয় মেয়েদের পাতেও পড়া উচিত— এই ক্ষুদ্র বদল থেকেই অনেক বড় বদল আসবে।
- নিজের একটা জগৎ গড়ে তুলুন। কারও জন্যই নিজের অস্তিত্ব যেন হারিয়ে না যায়। কর্ম মানুষকে অনেক বড় বড় মানসিক সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় তাই নিজের পছন্দের কাজটি খুঁজে নিন। দশটা-পাঁচটার চাকরি না-ও করতে পারেন কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়া জরুরি। আর্থিক স্বাধীনতা মনের জোর বাড়ায়। সেই সঙ্গে কাজের চাপ, টার্গেট, সময় মতো অ্যাচিভ করার আনন্দ, পজিটিভ চাপ— এই চাপ নেওয়া কর্মহীন হয়ে বসে থাকার চেয়ে ঢের গুণ ভাল।
- মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন একটি শক্তিশালী কৌশল। নিয়মিত মাইন্ডফুলনেস অনুশীলন মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং হতাশা কমায় বা হ্রাস করে। মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন হল একটা মানসিক প্রশিক্ষণ যা কোনও ব্যক্তির মনের দৌড় কমাতে সাহায্য করে। নেগেটিভিটি সরিয়ে মনকে সেই মুহূর্তে শান্ত এবং সংযত করে। মন ঠিক সেই মুহূর্তে আটকে যায় অতীত বা ভবিষ্যতে ঘোরাঘুরি করে না। খুব গভীরে তিনবার শ্বাস নিয়ে এই মেডিটেশনে বসতে পারেন। আর কিছুই দরকার নেই। রোজ পাঁচমিনিট অভ্যেস করতে করতে বাড়ানো যায়।
- লাইফস্টাইল মডিফিকেশন অর্থাৎ সকাল থেকে রাত— সঠিক নিয়মে চলা, পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া, হাঁটা বা দৌড়নো, যোগাসন, এক্সারসাইজ আপনার রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে যত স্বাভাবিক রাখবে তত মানসিক প্রশান্তি বাড়বে। সবচেয়ে জরুরি হল যে কোনও মানসিক সমস্যা যদি গুরুতর মনে হয় অবশ্যই মনোবিদের পরামর্শ নিন।

ভাল থাকার পাসওয়ার্ড

ভাল থাকার অনেক পথ, শুধু খুঁজে নেওয়ার দেরি। কীভাবে নিজের মনকে ভাল রাখবেন, কী খাবেন, কোন অস্বাস্থ্যকর যাপন বাদ দেবেন— এই নিয়ে রইল নানান টিপস। লিখলেন **সোহিনী মাশ্চারক**

ঘুম থেকে ওঠার পর ও ক্লান্তি আর তন্দ্রাচ্ছন্নতা যেন ঘিরে থাকে এষাকে। কিছুতেই যেন তন্দ্রাচ্ছন্নতা বা ঝিমুনিভাব পিছু ছাড়তেই চায় না। কর্পোরেট কর্মরত এষা তাই এই সমস্যা দূর করতে ভরসা রাখেন চা, কফিতে। এষার মতো এইরকম বহু মেয়েই ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্তি কাটাতে কড়া কফিতে চুমুক দিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজেন তবুও কাটে না খারাপ লাগার ভাব। এর নেপথ্যে রয়েছে বিশেষ কিছু কারণ। পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকদের মতে, খালি পেটে কফি খেলে হজমজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ভাল নয়। তা ছাড়া কফি খেলে প্রথম দিকে এনার্জেটিক বা চাঙ্গা অনুভব করলেও, পরের দিকে এটাই ক্লান্তি ডেকে আনে। তাই সকালে এনার্জেটিক অনুভব করার জন্য কফির বিকল্প উপায় খুঁজুন। ঘুম থেকে উঠেই ক্লান্ত লাগার পিছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। এটি সাধারণত একজন ব্যক্তির ঘুমের মান বা দৈনন্দিন অভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল—

পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব

পর্যাপ্ত ঘুম না হলে শরীর ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিশ্রাম পায় না। এর ফলে সকালে ঘুম থেকে উঠার পরও ক্লান্তি অনুভূত হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে চাঙ্গা বোধ করার প্রথম শর্ত হচ্ছে রাতে ভালভাবে ঘুমোনো। এমনকী ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমোলেও যদি সেই ঘুম ঠিকঠাক না হয় বা বারবার ব্যাঘাত ঘটে, তবে আপনি পর্যাপ্ত সময় ঘুমালেও ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। এর কারণ হতে পারে স্লিপ অ্যাপনিয়া, নিদ্রাহীনতা।

এ ছাড়াও সার্কাডিয়ান রিদমের বিঘ্ন কিন্তু ঘুমের সমস্যার আর একটি কারণ। আপনার শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি, যা সার্কাডিয়ান রিদম নামে পরিচিত, যদি বিঘ্নিত হয় যেমন রাতে খুব দেরি করে ঘুমানো বা বারবার সময় পরিবর্তন করা, তবে আপনার ঘুমের চক্র ঠিকমতো কাজ করে না। এর ফলে আপনি ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন।

■ **করণীয় :** পর্যাপ্ত ঘুম যাতে হয় বা ঘুমে ব্যাঘাত যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য ঘুমের একটি নির্দিষ্ট সময় বের করুন। সেই সঙ্গে ঘুমোতে যাওয়ার ৩০ মিনিট আগেই মোবাইল, ল্যাপটপ থেকে দূরে থাকুন বা বলা ভাল স্ক্রিন টাইম থেকে বিরত থাকুন। এর পাশাপাশি চেষ্টা করবেন ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত ৩ ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খেয়ে নিতে।

হাইড্রেশনের অভাব

পর্যাপ্ত জল না পেলে শরীরের কোষগুলো ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না, এবং ক্লান্তি ও দুর্বলতা দেখা দেয়। রাতে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোনোর পর শরীর খুব ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় কারণ রাতে ৬-৮ ঘণ্টা জল বা কোনও তরল খাবার খাওয়া হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই ঘুম থেকে উঠে শরীর ডিহাইড্রেটেড থাকে। আর এই ডিহাইড্রেশনের কারণে আমাদের মানসিক চাপ বেড়ে যায়, ক্লান্তি বাসা বাঁধে শরীরে।

■ **করণীয় :** এজন্য ঘুম থেকে উঠে জল খান। এক গ্লাস জল এক নিঃশ্বাস খেয়ে নিন। খুব ভাল হয় যদি কুসুম গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়া যায়, হজমে সাহায্য করার পাশাপাশি শরীরের মেটাবলিজমের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেবে।

জলে পিঙ্ক সল্ট মিশিয়েও খাওয়া যেতে পারে। ঘুম থেকে উঠে জলের বিকল্প হিসাবে কখনওই কফি বা চা গ্রহণ করবেন না। জল আপনার শরীরের যাবতীয় টক্সিনগুলোকে শরীর থেকে বের করে দেবে আর আপনাকে তরতাজা ও চাঙ্গা অনুভব করাবে।

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস

ঘুমানোর আগে ভারী খাবার খেলে বা অতিরিক্ত ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় যেমন কফি পান করলে ঘুমের গুণমান নষ্ট হতে পারে, ফলে সকালে ক্লান্তি আসে। তাই ঘুম থেকে উঠে বা তাৎক্ষণিক ভাবে চাঙ্গা অনুভব করার জন্য যে কফির বা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন রাতের বেলা ঘুমের আগে কিন্তু তা আপনার ঘুম কেড়ে নেবে। এ-প্রসঙ্গে পুষ্টিবিদ গরিমা গোয়াল জানিয়েছেন, কফি সাময়িক ভাবে শরীরকে চাঙ্গা করলেও আসলে কিন্তু প্রচুর ক্ষতি করে, হজমের সমস্যা হয়।

■ **করণীয় :** সকালের জলখাবার যদি তেল-মশলা যুক্ত হয় তাহলে তা বেলা বাড়ার সাথে সাথে আপনার শরীরে ক্ষতি ডেকে আনবে, ক্লান্ত লাগবে তাই ব্রেকফাস্টে ব্যালান্সড ডায়েট রাখা ভীষণ জরুরি। ভরপেট খাবার তো খাবেন শুধু তাই নয়, ব্রেকফাস্টে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে। ডিম সিদ্ধ, পনির, গ্রিক ইয়োগার্টের মতো খাবার রাখতে পারেন। পাশাপাশি কমপ্লেক্স কার্বস হিসেবে ওটস, কিনোয়া, ডালিয়ার মতো দানাশস্য খেতে পারেন।

মানসিক চাপ

মানসিক চাপ, কর্মক্ষেত্রের চাপ, উদ্বেগ বা বিষণ্ণতা ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং এর ফলে ঘুম ভালভাবে হয় না। সকালে উঠেও সেই ক্লান্তির প্রভাব থাকে, এটা দূর করতে ঠান্ডা জল ম্যাজিকের মতো কাজ করে। ঠান্ডা জলের সংস্পর্শে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়, শরীর তরতাজা হয়ে যায়।

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
11 October, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

ভাল থাকার পাসওয়ার্ড

(১৯ পাতার পর)

■ **করণীয় :** ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড অবধি চেষ্টা করুন ঠান্ডা জলে স্নান করতে। যদি সরাসরি ঠান্ডা জলে স্নান করতে সমস্যা হয় গরম, ঠান্ডা জল মিশিয়ে করুন। ক্লান্তি অনুভব করলে জলের ঝাপটাও কিন্তু তরতাজা ও মনকে ফুরফুরে করে তুলবে।

শারীরিক অসুস্থতা

কিছু বিশেষ শারীরিক অসুস্থতা যেমন, থাইরয়েডের সমস্যা, অ্যানিমিয়া, ডায়াবেটিস, বা হৃদরোগ ক্লান্তির কারণ হতে পারে, এমনকী নতুন মায়েদের ক্ষেত্রে পোস্টপার্টেম ডিপ্রেশন কিন্তু অনিদ্রা ও ক্লান্তির খুব বড় কারণ।

■ **করণীয় :** শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ ও ওষুধ পথ্য তো থাকবেই তার পাশাপাশি ব্রিদিং এক্সারসাইজ খুব কার্যকরী। ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম শরীরকে আরাম দেয়। আপনি যদি এটি অভ্যাস করতে চান তবে এটি প্রতিদিনের কাজে অন্তর্ভুক্ত করুন। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর মাধ্যমে আপনি মানসিক চাপমুক্ত বোধ করতে পারেন। প্রতিদিন কয়েক মিনিট এই ব্যায়াম করলে আপনি অনেক কঠিন রোগ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবেন।

ব্যায়ামের অভাব

পর্যাপ্ত শারীরিক ব্যায়াম না করলে শরীর ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ঘুমের মান উন্নত করে এবং শরীরকে সজীব রাখে। মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়িয়ে তোলে এমনকী রক্ত সঞ্চালনও বাড়ায়।

■ **করণীয় :** সকালে সার্বিকভাবে যোগা করার অভ্যাস করলে, সারাদিন ধরে শরীরের শক্তির মাত্রা উন্নত করা যায়। ওয়ার্কআউট বা ব্যায়াম মানেই যে সব সময় ভারী ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার তা কিন্তু নয় বা কঠিন এক্সারসাইজও নয়। বাইরে হাঁটতে যাওয়া, স্ট্রেচিং করা এগুলো খুবই কার্যকরী। বাইরে কেবল ১০ মিনিট চলাফেরা করা ও প্রকৃতি উপভোগ করলেও শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ৫-১০ মিনিট কার্ডিয়ো করলেই কাজ করার এনার্জি ফিরে পাবেন।

সার্কাডিয়ান রিদম সূর্যের আলোর দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত হয়। পুষ্টিবিদ গরিমা গোয়াল জানিয়েছেন— ''সূর্যের আলো আসলে মানুষের মস্তিষ্কে সিগন্যাল পাঠায় যাতে মেলাটোনিন নামক হরমোন (ঘুমে সাহায্যকারী হরমোন) কম নিঃসৃত হয়।''

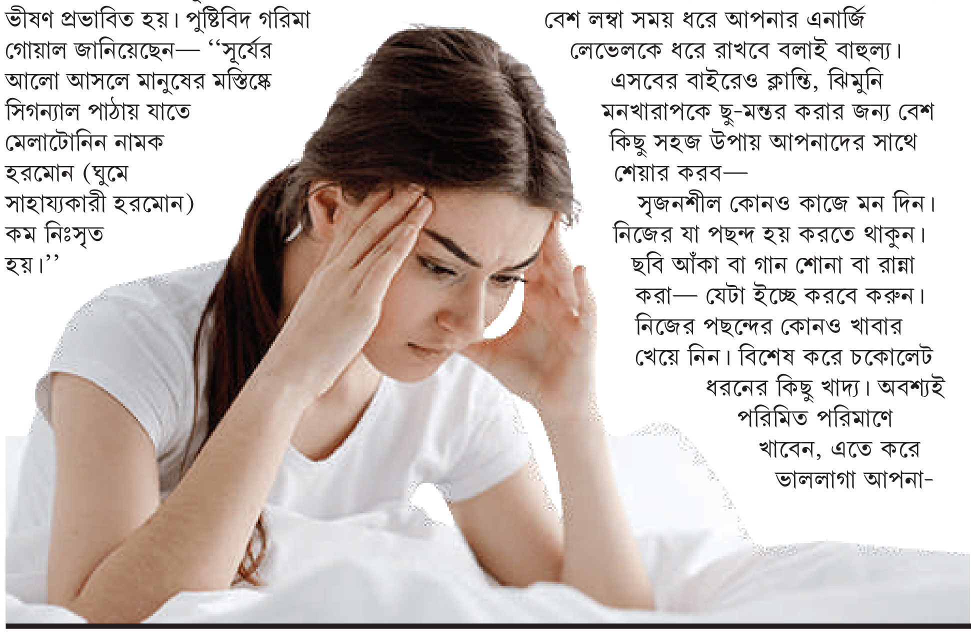

তাই সেক্ষেত্রে ঘুম থেকে উঠেই জানলার পর্দা সরিয়ে দিন যাতে সকাল ১০টার আগের সূর্যের আলো ঘরে ঢোকে। গ্রীষ্মকালে যদিও প্রখর রোদে দু'মিনিটও দাঁড়ানো যায় না। কিন্তু সূর্য ওঠার পর ভোরবেলা ৫-১০ মিনিট রোদে দাঁড়াতে পারেন। এতে স্ট্রেস লেভেল কমে এবং দেহে ভিটামিন ডি তৈরি করে। তা ছাড়া প্রকৃতির মাঝে থাকলে মনও ভাল থাকে। এগুলো আপনাকে কাজের এনার্জি জোগাবে। তাই অনেক সময় মর্নিংওয়াক খুব কার্যকর হয়।

কিছু কিছু এসেনশিয়াল অয়েল যেমন পিপারমেন্ট, সিট্রাস বা লেমন এসেন্সিয়াল অয়েল মুডকে তরতাজা করতে ভীষণ কার্যকরী, এমনকী মনঃসংযোগ বাড়াতেও ভীষণ সাহায্য করে।

■ **করণীয় :** নিজের ঘরে বা অফিসে আপনার ডেস্কের আশপাশে এই ধরনের এসেনশিয়াল তেল ছড়িয়ে দিতে পারেন, হাতের কবজিতেও লাগিয়ে নিতে পারেন। চট করে যদি নিজের মুড ভাল করতে হয় এই পদ্ধতি নেহাত মন্দ নয়। সাময়িক রিফ্রেশমেন্টই নয় এই এসেনশিয়াল তেলের ব্যবহার বেশ লম্বা সময় ধরে আপনার এনার্জি লেভেলকে ধরে রাখবে বলাই বাহুল্য।

এসবের বাইরেও ক্লান্তি, ঝিমুনি মনখারাপকে ছু-মন্তর করার জন্য বেশ কিছু সহজ উপায় আপনাদের সাথে শেয়ার করব—

সৃজনশীল কোনও কাজে মন দিন। নিজের যা পছন্দ হয় করতে থাকুন। ছবি আঁকা বা গান শোনা বা রান্না করা— যেটা ইচ্ছে করবে করুন। নিজের পছন্দের কোনও খাবার খেয়ে নিন। বিশেষ করে চকোলেট ধরনের কিছু খাদ্য। অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে খাবেন, এতে করে ভাললাগা আপনার মধ্যে উৎপন্ন হবে। কারণ, পছন্দের কিছু করলে ও খেলে মস্তিষ্কে 'সেরেটেনিন' নামক ভাললাগার হরমোন উৎপন্ন হয়। আসলে শরীরের অনেক নিয়ন্ত্রকের মধ্যে অন্যতম হল হরমোন। কিছু নির্দিষ্ট হরমোন কম-বেশি হলে তার প্রভাব সরাসরি পড়ে মানসিক স্থিতিতে। ক্লান্তি অনুভব করা, আচমকা মনখারাপ, এসবের নেপথ্যে থাকে বিভিন্ন হরমোনের তারতম্য। হরমোনের মাত্রা সামান্য কম-বেশি হলেও তার প্রভাব সরাসরি পড়ে মানসিক স্থিতিতে। কোনও হরমোন যেমন দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়, তেমনই সুখানুভূতি ও আনন্দের সঙ্গেও জুড়ে থাকে বিশেষ বিশেষ হরমোন। তেমনই একটি ডোপামিন। এই ধরনের নিউরোট্রান্সমিটারের কার্যকারিতা খুবই সূক্ষ্ম অথচ প্রভাবশালী।

এখন বেশ কিছু খাবারের কথা বলি যা আপনি খেলে আপনার ক্লান্তি তো দূর হবেই মনকে চাঙ্গা করতে বেশ কার্যকরী—

কলা

কলায় রয়েছে টাইরোসাইন এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড— যা ডোপামিনের ক্ষরণে সাহায্য করে। পাকা কলায় মন ভাল করার উপাদান বেশি মাত্রায় মজুত থাকে। এতে থাকা ভিটামিন বি৬ কো-এনজাইম হিসাবে কাজ করে, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং বিভিন্ন খনিজে ভরপুর কলা পেট তো ভরাবেই, তরতাজা ভাবও ফিরিয়ে আনবে। ফলের এই তালিকায় কিন্তু স্ট্রবেরিকেও রাখতে পারেন কারণ এই ফল মানবদেহে ডোপামিনের পাশাপাশি সেরোটোনিনের পরিমাণও বৃদ্ধি করে। এছাড়াও স্ট্রবেরির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস রয়েছে। তাই আমাদের শরীরে হ্যাপি হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্বিক ভাবেই স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে স্ট্রবেরি।

ইয়োগার্ট

ইয়োগার্ট বা জল-ঝরানো বেশি প্রোটিন-যুক্ত দই এমনিতেই অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এর সঙ্গে যদি মধু ও বেরি মিশিয়ে নেন, তা শরীরের জন্য আরও বেশি উপকারী হয়ে উঠবে। শরীরকে চাঙ্গাও করে তুলবে।

ডিম

ডিমেও রয়েছে টাইরোসাইন এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড। টাইরোসাইন মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং নিউরোট্রান্সমিটার তৈরিতে ভূমিকা রাখে। ডিমের মধ্যে যে কোলাইন রয়েছে তা মস্তিষ্ককে সচল রাখতে সহায়ক। প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট শুধু শরীর ভাল রাখতে সাহায্য করে না, মেজাজের উপরেও ডিমের বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা রয়েছে। তাই ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্টে ডিমের কোনও পদ আপনি রাখতেই পারেন। তাছাড়া ব্রেকফাস্টে অ্যাভোকাডোকে তালিকাভুক্ত করতে পারেন কারণ এর মধ্যে রয়েছে আবারো সেই টাইরোসিন নামের একটি উপকরণ। এই উপকরণ মানবদেহে ডোপামিনের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর ফলে নিঃসৃত হয় হ্যাপি হরমোন।

এরপর এই তালিকায় আছে কাঠবাদাম যা ডোপামিন নিঃসরণে সাহায্য করে। এতে রয়েছে টাইরোসাইন, ভিটামিন ই এবং ম্যাগনেশিয়াম। স্নায়ুতন্ত্র ভাল রাখতে, তার কার্যক্ষমতা ঠিক রাখতে প্রতিটি উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সারারাত দু' থেকে তিনটে আমন্ড ভিজিয়ে রেখে সকালে তা খেলেই বেশ চাঙ্গা অনুভব করবেন। তবে এই তালিকায় যে খাদ্যদ্রব্যটির নাম না নিলেই নয় তা হল ডার্ক চকোলেট। এর মধ্যে থাকে ফিনাইলেথাইলামিন নামে এমন এক যৌগ, যা স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করতে সাহায্য করে,

ডোপামিনের ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। এতে থাকা ক্যাফিন এবং থিওব্রোমাইনও মেজাজের উপর প্রভাব ফেলে। সেই কারণে অনেক সময় একটু ডার্ক চকোলেট খেলে মন বেশ ফুরফুরে লাগে।

তাছাড়া শরীরে চনমনে ভাব ফিরে পেতে ভিটামিন বি, সি, এবং ই-যুক্ত খাবারের কোনও বিকল্প নেই আর উপাদানগুলি ভরপুর মাত্রায় রয়েছে অঙ্কুরিত ছোলা, বাদাম, বীজ বা দানাশস্যে। আর স্প্রাউটের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন এবং প্রোটিন রয়েছে।

এছাড়া চট করে শরীরের ক্লান্তি দূর করতে এক মুঠো ড্রাই ফ্রুট দারুণ কাজে দেয়, এনার্জি বুস্টিংয়ের ক্ষেত্রে এটি অব্যর্থ্য। খিদে পেলে ভাজাভুজি না খেয়ে তার বদলে কাঠবাদাম, কিশমিশ, আখরোট, পেস্তা, খেজুরের মতো ড্রাই ফ্রুট খেতে পারেন। ১০০ গ্রাম ড্রাই ফ্রুটে ৩৫৯ ক্যালোরি থাকে। শরীরে আয়রনের চাহিদা মেটাতেও দারুণ উপকারী ড্রাই ফ্রুটস।

এই উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো মেনে চললে বা খাদ্যতালিকায় উল্লিখিত খাবারগুলোকে রাখতে পারলে কিন্তু অহেতুক চা বা কফির শরণাপন্ন না হয়েও ক্লান্তি দূর করা যাবে খুব সহজেই।